







# পাথ-পরাক্রম

( নাটক )

---

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিরচিত

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র ধর কর্তৃক

প্রকাশিত ।

---

১ম সংস্করণ।

১৩১১ খ্রিঃ

---

মূল্য ॥০ আনা

ঢাকা, স্মৃতিস্তম্ভ-যন্ত্র ।

শ্রীমুন্সী একাধৰ প্ৰিণ্টাৰ দ্বাৰা

মুদ্ৰিত ।

যিনি

শৈশব হইতে আমাকে

প্রাণের সহিত মমতা করিয়া আসিতেছেন,

যিনি

আমার রচিত পুস্তকাদি

পাঠ করিতে সর্বদাই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন

সেই

অকৃত্রিম স্নেহময়ী, করুণ হৃদয়া,

পরমারাধ্যা

ভাওয়াল-রাজ-দুহিতা

শ্রীযুক্তা রূপাময়ী দেবী

ঠাকুরমাতা ঠাকুরাণীর

পদারবিন্দে,

এই

ক্ষুদ্র পুস্তকখানি

তদীয় চির-স্নেহ-পালিত

আশ্বকারের

অকৃত্রিম ভক্তির সহিত

উৎসর্গীকৃত

হইল ।

---



## গ্রন্থকারের নিবেদন ।

কালীগঞ্জের ভদ্রমণ্ডলী কর্তৃক মদ্রচিত “কৌরব কলক” নাটক স্থানীয় “অমিয় থিয়েটারে” গত ছয়মাস যাবৎ অভিনীত হইতেছে। ভগবানের কৃপায় অভিনয়ে সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন। উক্ত থিয়েটার সম্প্রদায়ের অভিনয় জ্ঞাত এই নাটকখানিও রচিত হয় এবং গত ত্রীপঞ্চমী দিন অবধি ইহাও ঐ থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে। “কৌরব-কলকের” জ্ঞায় এই নাটকখানিও নানাস্থানের অভিনয়ের আগ্রহাতিশয়ে মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম। বিশেষতঃ প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া এই পুস্তকখানিও মাত্র ৮।৯ দিনের মধ্যে লিখিয়া দিতে হইয়াছিল; কাজেই বই খানিতে নানাপ্রকার ভ্রম যে রহিয়া গিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। কালীগঞ্জের “অমিয় থিয়েটার” পাঠি আমার নাটক দুইখানি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অভিনয় করতঃ এবং অজ্ঞাত প্রকারে, আমাকে যে অপরিসীম উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

কালীগঞ্জ, ঢাকা।

১৩১০ সাল, ২৩শে মাঘ।

} শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়।





# নাটোক্ত ব্যক্তিগণ ।

## পুরুষগণ ।

নিম্, শ্রীকৃষ্ণ, হর ( মহাদেব ), ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মাতলি, নন্দী,  
কিরাতরূপী মহাদেব, চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব, দেববালকগণ,  
বাসদেব, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, দ্রুপদ,  
দ্রুপদ, কর্ণ, শকুনি, নিবাতকবচ,  
বিদূষক, মুনিগণ, প্রমথগণ,  
ঋষিবালকগণ, দৌবারিক,  
প্রতিহারী, নিষাদগণ.

উদ্যানরক্ষক,

তীর্থযাত্রী,

সৈন্যগণ,

প্রভৃতি ।

---

## স্ত্রীগণ ।

লক্ষ্মী, পার্শ্বতী, ধরিত্রী দেবী, দেববালাগণ, উর্ধ্বশী,  
মেনকা, তিলোত্তমা, যুতাচি, প্রমথিনীগণ,  
• কুন্তী, দ্রোণদী, ব্রাহ্মণী, নর্ত্তকীগণ,  
ফুলওয়ালীগণ, তীর্থযাত্রীগণ,  
উদ্যানরক্ষকস্ত্রীগণ,  
তীর্থযাত্রীনারীগণ,  
প্রভৃতি ।

---





# পাথ-পরাক্রম

( নাটক )

প্রস্তাবনা ।

( কৈলাস-শিখর )

হরপার্বতী, নন্দী ও প্রমথ প্রমথিনীগণ ।

প্রমথগণ । ভোলানাথ, বম্‌বম্‌ জয় পিনাকধারী,  
ভবেশ ত্র্যম্বক হর ত্রিপুরারি ।

প্রমথিনীগণ । ভবের ঘরণি, দুর্গতি নাশিনি,  
জয় কাত্যায়নি, শিবে শুভঙ্করি ।

প্র—গণ । শমনহারী, শ্মশান চারী,

প্র—নীগণ । অখদা মোক্ষদা বরদা শঙ্করি ।

প্র—গণ । কুলু কুলু নাদে শিরে বহে অরধুনী,

প্র—নীগণ । উলঙ্গী রঙ্গিনী নৃমুণ্ডমালিনি ।

—যশ। পতিত পাবন, ভৈরব ভক্তের জীবন

ধরাভারহানী :—

প্র—নীলগ। অভয়দায়িনি, ত্রিতাপনাশিনি,  
হে মোক্ষদায়িনি জয় ক্ষেমকরি

( ইন্দ্রের প্রবেশ )

ইন্দ্র। প্রণমি চরণে  
ওহে চন্দ্রচূড় !  
নমি গো অভয়পদে  
ওমা অভয়দায়িনী উমে !

হর। এস এস পুরন্দর,  
কহ স্বর্গের কুশল।  
এ সনয়ে  
কহ কোন প্রয়োজনে  
সুরেশ্বর !  
আসিয়াছে কেথা ?  
আবার তো কোন  
নব উপজব,  
ঘটে নাই স্বর্গপুরে ?

ইন্দ্র। শিবসম্মিলিত সদা সহায় বাদে,  
যা'দের মঙ্গলতরে  
রাস্তা সদা আপনি অধিকা—

তাদের কি উপদ্রব পূর

সস্তবে শঙ্কর ?

তবে যে সময়ে

ঘটে কোন উপদ্রব

ত্রিদশ আলয়ে

তাহা শুধু

মদোন্নত দেবকুল অশিক্ষার তরে।

হর । সত্য যা' कहিলে অরনাথ,

দেবকুল তরে

সদা ব্যস্ত শঙ্কর শঙ্করী ।

এবে कह শুনি,

কি মানগ করি' আইলে কৈলাসে ।

ইন্দ্র । আশুতোষ,

নাভির অগ্নিকে মাতি' কুরঙ্গ যেমতি

ধায় সেই গন্ধ অবেষণে,

তেমতি সত্তত মোরা

যদিও বিরাজি বিভূ পাশে,

যদিও লভেছি অহলভ অরঙ্গ্য,

তথাপি মোহের পাশ

নারি কাটিবারে সদা ।

তেই আসি' পশি' শাস্তিপুরে

ভাসিবারে শাস্তি অর্থ ।

হে ঈশান,

এনে कहি তবে

যেই দুঃখ জানাইতে আইলু হেথায় ।

সহাদেন,

কুলাঙ্গার অগ্নীর রাজা

পাপ দুর্ঘোষন

কত যে দিতেছে জালা,

ধর্মবীর পাণ্ডুপুত্র গণে,

জানত মহেশ ?

এবে পাণ্ডবের বিষম দুর্গতি !

তাজি' রাজ্য ধন কাটাইছে তা'রা কাল

গহন কাননে; — অতি কষ্টে ।

অহো ! সে দৃশ্য হেরিলে

পাষণ্ড বৃক্ষি হয় জবীভূত ।

হে পিনাকী !

এই কিহে ধর্ম-পরিণাম ?

এদের দুর্গতি নিভো'ভাব কি অন্তরে ?

হর ।

( সহাস্তে ) হে অরেক্ষ,

বালক তুমি, তাই কহ হেন ।

ওরে, আমি কি ভাবিব ছাই,

পাণ্ডবের তরে !

তুমি ভাব যা'রে,

আমি ভাবি যা'রে —

সেই ভাবনার অধিকারী সগা

আপনিই পাণ্ডবের

ভাবনার আছেন ভাবিত ।

কে'লে দূরে পাণ্ডব-ভাবনা,

এবে পবিত্র হইবে সবে

পাণ্ডবেই ভে'বে ।

অহো, ধন্য পাণ্ডব ?

ভার্ম'ই চিনেছে সার ;

ভোলানাথ শুধু

ভুলেই কাটা'ল !

ইন্দ্র ।      আবার ধাঁধার প্রভো, চাহ ফেলিবারে ?

হয় ভাবে হরি,

হরি ভাবে হরে,

এ ধাঁধার তো ঘুরিতেছি সদা ।

এবে ত্যজিয়া ছলনা

কর দেব, যে হয় বিধান ।

হহ ক'রে অগে প্রাণ

বাছা অর্জুনের তরে ।

পুত্রের দুর্গতি পিতার পরাগে

অসহ্য ভবেশ !

ভোলানাথ,

আর কেন ভুলাও দাসেরে ।

সহেনা-সহেনা বিভো,

কহ কি ইচ্ছা তোমার ?

( অধোবদনে স্বিতি )

হয় ।      শান্ত হও সুরেন্দ্র,

ভোলা তোমা' ভুলায়নি কছু ।



যা' कहिअ सत्य कथा ।

কেন মিছে অর্জুনের তরে

ভাবি', হও উচাটিত ?

নহে সে সামান্য নর,

নর-নারায়ণ রূপে অবতীর্ণ ।

এ হেন অর্জুনে

ভুলিতে কি পারে কভু ভোলা ?

যাও ইন্দ্র, আপন আলয়ে,

পাণ্ডবের নিত্য সাথী আমি !

শীঘ্রই বাঁধিবে মহারণ মহীতলে ;

বসন-বেষ্টিত অনল যেমতি

বাহিরায় আপনার বেগে,

তথা পাণ্ডবের ধর্মবল

ছড়াইবে ধরামাঝে,

ধ্বংসি' কুরুকুল ।

ইন্দ্র ।

আশ্বস্ত হইল প্রাণ ।

সুচিল ভাবনা ।

তুমি যা'র সহায় ভবেশ,

তা'র আর কিবা ভয় ?

বাই তবে আপন আলয়ে,

কি করে রাখিও পার

এই মাত্র ভিক্ষা তব পাশে ।

( ইন্দ্রের প্রস্থান )

- নন্দী ।        ছুনিয়ার আজব খেলা  
একটা কালো একটা ধলা ।
- হর ।        পাগল আবার কি বলে !
- নন্দী ।        পাগল দেখে পাগলের খেলা,  
সবাই পাচ্ছেন কাচ্ কলা ।
- হর ।        সে কিরে নন্দী !
- নন্দী ।        নন্দী বলে পাগ্‌লা কথা,  
শোনলে হয় মাথা ব্যথা ।  
কাল ঠাকুর আর ধলা ঠাকুর  
সংসারটা এদেরই চকর ।  
বাবা আমার ভোলানাথ,  
জানেন বেশ বুলাতে হাত !  
শেষে কিন্তু অনেক জানি  
নিজকে নিয়েই টানাটানি ।
- হর ।        তুই আবার কি জানিস্নরে ?—
- নন্দী ।        বর দি'ছিলে ভাস্মান্নরে ।  
সস্তা আশুতোষের তুষ্টি  
শেষে কিন্তু কষ্টাকষ্টি ।  
কুরুক্ষেত্রেও হ'বে তাই  
পাগলা মনে দেখতে পাই ।
- পার্কীতী ।    পাগলার কথা শুলো বড়ই মিষ্টি । থাক্ আর  
পাগলকে ঘাট্টিরে কাজ নেই ।
- হর ।        আচ্ছা, যা পাগলা, এখন সিঁদ্ধি বেটে আন ।  
আর একটা হরিগুণ-গান গা —

## প্রস্তাবনা

নন্দী । ( তোমার ) গরজ থাকে ভাব হরি,

নন্দীর কি কাজ হরি টরি !

হ'য়ে সামান্য বেগারি

কাজ কি মোর খবরে ভারী ।

বাজিয়ে বগল সকাল বেলা

নন্দীরাম গা ববম্ ভোলা —

নন্দীরাম গা ববম্ ভোলা ।

( নন্দীর গ্রন্থান )

হরি । এর-ই নাম ভক্তি ! নন্দী আমার শান্তির প্রসবণ

পটক্ষেপ ।





প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

( হস্তিনাপুর—প্রমোদবন )

দ্রুপদাধন, শকুনি, বর্গ, ও বিদুম্বক

আসীন ।

নর্তকীগণের প্রবেশ ও গীত ।

অখে ফুটেছে কলি,

( মধু লুটিছে অলি ) ।

মলয় বায়ে, হেলে ছলে, মোহাগে ঢলি' ।

ছুটেছে অবাগ ধীরি ধীরি আকুল ক'রে,

প্রাণে প্রাণ পড়ে ধরা, জুড়াল প্রাণের ছালা,

আদরে গলি'—

প্রাণের বাঁধন, প্রাণের রতন, সব দিয়ে খুলি',

নতুন প্রেমে, নতুন ভাবে, খেলিছে অলি ।

বিদ । আরে বা—রে—বা ! এইবার অমরাবতী রসাতল !

এঁ যে সাক্ষাৎ উর্কলী, মেনকা, রক্তা ! আর আমিও গান

সু'নে হতভয়া ! ওগো, রইলে কেন দাঁড়িয়ে ? দাও  
সুখা ছাড়িয়ে ।

গীত ।

এস বিজনে ছু'জনে মিশিয়ে রই ।  
হ'য়ে মুখোমুখী, ক'রে চোখচোখি,  
পরানে পরাণ ঢালিয়ে দেই ।  
নীরবে নীরব প্রাণের কথা,  
কহিয়ে জুড়াব প্রাণের ব্যথা,  
আধ আধ ঘুমে, রহিব নিঝুমে,  
প্রীতির নিঝরে ভাগিয়ে ঐ—  
সুখে হাসিবে চাঁদ, প্রেমে পাতিব ফাঁদ  
বিহ্বল পরাণে উদাস হই' ॥

বিদু । এইবার বাজিমাৎ ! সুখায় হাবুডুবু খাচ্ছি । দম্ ছাড়তে  
যে আর পারিনি । আঁখির ঠাঁরে, প্রেমের ধারে, গানের  
সুরে প্রাণ যায়—প্রাণ যায় ! বেঁচে থাক মামা ঠাকুর  
চিরঞ্জীবী হ'য়ে । \* হার তিন খানা জুটিয়েছিল ভাল ।  
হাড়ের ঠোকা-ঠোকিতে চোখ-চোখি দেখে প্রাণ যায় !

( হঃশাসনের প্রবেশ )

হঃশা ।

ধন্য ধন্য মামা তুগি !

তোমারই কৃপায় আজ

অতুল ঐশ্বর্য্য-সুখ

ভুঞ্জিছে কৌরব নিকিরোধে ।

শকুনি । এই তো আমার সাধ ।

তোমাদের হেন সুখ হেরিলে নয়নে

জুড়ায় মানার প্রাণ ।

হেন সুখে তোমাদিগে পারিলে রাখিতে

মায়ায় পরাণ মদ্য নাচেরে আনন্দে ।

বিদু । (স্বগত) আহা, মায়া - ভাগিনেয়ের ভালবাসার কি  
অপূর্ণ সম্মিলন !

দুঃশা । আশীর্বাদ কর মায়া,

থাকিলে সহায় তুমি,

কৌরবের সুখরবি

হবেনা কখনো অন্তগামী ।

বিদু । ঠিক বলেছ দুঃশাসন । এ সংসারে মায়া সহায় আর  
শুরু মহার, প্রায় একই কথা । তা'র আর ভয় কি ?  
বিশেষ এ মায়া বেগন তেমন মায়া নয়, স্বয়ং শকুনি !

দুর্যো । নয়ন্ত,

মায়া আসাদের

প্রকৃতই হিতাকাজী অতি ।

এ ঐশ্বর্য, এ বিভব, নাহা কিছু আজি

ঘটিয়াছে ভাগ্যে আসাদের,

সবই তাহা আমার কৃপায় ।

বিদু । তা' সভ্য মহারাজ, তা সভ্য । এমন মায়া কারুর হবেনা  
হয়নি তো গরের কথা ! এমন মায়ায় আমি বালাই নিরে  
যরি, মায়ায় প্রীতিতে সবে বল হরি হরি ! মহারাজ,  
এমন আনন্দের দিনে, সবাই তো আনন্দ কচ্ছে, কেবল

আমরা ব্রাহ্মণকুল কি শুকিয়ে থাকবো ?

দুর্যো। তোমাদের আবার আনন্দ কিসে ?

বিদু। “নৃত্যস্তি ভোজনে বিশ্রাঃ” !

দুর্যো। তা' হ'বে - হ'বে। ব্যস্ত কেন ?

বিদু। রাজা রাজরার খেলা, খেল সকাল বেলা, বিশেষতঃ

“শত্রুক গৃহমাগতঃ” আর গেটক ফলার ভক্ষণ। এরপর

কি হয় কে জানে ?

দুর্যো। তবে, নীরস রহস্ত নহে ইহা,

কথায় কথায় তব

আছে বহু উপদেশ ।

যদিও আনন্দে এবে

মাতোয়ারা কুরুদল,

কিন্তু দুর্যোধন প্রাণে

অশঙ্কা নিরন্ত আছে জাগরুক ।

যদিও পাণ্ডবে মোরা

তাড়িয়েছি বিজ্ঞন বিপিনে,

তবুও আমরা

শত্রুহীন হই নাই কভু ।

স্রোতস্রুতী-স্রোত বাঁধিলে কর্দমে

সেই বাঁধ আর থাকে কত কাল ?

তাই নানা শঙ্কা মনে জাগে অনুরূপ ।

কর্ণ। কেন বুধা ভাবনায় ভাবি'

হইছ ব্যাকুল রাজা ?

এবে নিষ্কণ্টক তুমি,

কর স্মৃথে রাজ্য ভোগ  
 ভারত-গৌরব কোঁরব ঈশ্বর হ'য়ে,  
 বনচারী পাণ্ডবে ভানিয়ে  
 হইতেছ ভীত নৃপ ?  
 আর কোন্ মুখে তা'রা হ'বে সম্মুখীন ?  
 একাস্থই যদি তা'রা যুগা লজ্জা ত্যজি  
 পুনঃ দাঁড়ায় বিপক্ষ হ'য়ে  
 তা'তেই বা কেন ভয় ?  
 ফুৎকারে ডাড়বে তা'রা ভয়রাশি সম।  
 কুরুপুরে ঘরে ঘরে বালবৃদ্ধ যুবা,  
 বীর অবতার হবে ;  
 আছে কি এ নিখে কোন জন  
 আটিতে সমরে একা ভীষ্মদেব সনে ?  
 বিভূ থাকিলে সহায়,  
 একা কর্ণ পারে ডুগাইতে পাণ্ডবেরে  
 বারিধির নীরে ।

হঃশা ।

দাদার হৃদয়ে  
 চিরকাল ঐ এক ভাব !  
 বালকের মত জুজু-ভয় চিতে !  
 তারকানিকর-শোভি-বিজয়াজ হ'য়ে,  
 খদ্যোত-আলোক হেরি'  
 হও ভীত-চিত ?  
 ছি-ছি দাদা.  
 হাসাইলে তুগি ক্ষত্রিয় সমাজ !



কোরবেরশোভাগ্য-গগনে

সুখ-রবি এবে সমুদিত !

এখনো আতঙ্কে তুমি কাটাইবে কাল ?

বিদূ । ঠিক্ ভায়া ঠিক্, “তথাপি চেংরা নচ ভঙ্গলোকঃ ” ।

মহারাজকে সুঝিয়ে ওঠা দায়। বুঝতে যা' কিছু বোঝেন  
মামা, আর কিছু কিছু এই শর্ম্মা ! আহা, এমন আনন্দের  
দিনে, আনন্দ-উদ্যানে কেন আর নিরানন্দে কাটাচ্ছ।  
আনন্দের সবই আয়োজন হয়েছে, তবে কেবল  
একটাই অভাব দেখছি —

দুঃশা । কিসের ?

বিদূ । এই মেঠাই মণ্ডা মিষ্টান্ন ইত্যাদির ।

দুঃশা । বাসুন কেবল চিনেন পেট !

বিদূ । তা' চিন্বে বই কি? রাজার সম্বল রাজা, ধনীর সম্বল  
ঐশ্বর্য্য ; শিশুর সম্বল কান্না, জ্ঞীর সম্বল গরনা ; কৃপণের  
সম্বল কড়ি, মানিনীর সম্বল কলসী আর দড়ী; মূৰ্খ পণ্ডি-  
তের সম্বল টিকি নাড়া, আমার বেরাক্ষণীর সম্বল মস্ত  
খেংরা, তর্পণের সম্বল কোশা, আর মামার সম্বল পাশা ;  
ভোমার সম্বল মামা শকুনি, আমার সম্বল গিন্নীর বকুনি ;  
চোর দস্যু আর নুতন জামাইর সম্বল রাত্রি, ঘটকের  
সম্বল বিয়ের পাত্রী ; লম্পটের সম্বল পরের জী, বুড়োর  
সম্বল তরুণী জী, নুতন রাজার সম্বল ভেট্, আর বাসুনের  
সম্বল পেট ।

দুঃশা । ( মহাজ্ঞে ) দুঃশাসন,

কর পরিতুষ্টে সখারে আমার ।

( বিদুষকের প্রাতি ) সখে !

শান্তিময় প্রমোদ-কাননে আসি

ক্ষুধানল কিহে তব বাড়িল বিপ্লব ?

বিদু। মহারাজ, প্রমোদ উদ্যানে মর্ত্যের বে সব অঙ্গরাগিণীকে  
স্থান দিয়াছেন, তা'দের গলার সুরগুলি বড়ই হজমী !  
সুর-সুখা পান ক'রে আমার ক্ষুধানল যেন দাউ দাউ  
করে জলে উঠছে !

( প্রাতিহারীর প্রবেশ )

প্রাতি। মহারাজ !

পাণ্ডব-বারতা নিয়ে

গুপ্তচর দ্বারে উপনীত ।

হর্ষো। ( শশব্যস্তে ) আসিয়াছে গুপ্তচর !

মাতুল, যাও তারে নিয়ে

নিভৃত প্রকোষ্ঠে ।

যাও কর্ণ, যাও দূঃশাসন,

আমিও যাইব সেখা কণকাল পরে ।

( বেগে প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ

শকুনি, কর্ণ, দূঃশাসনের প্রস্থান )

বিদু। \* শিশুর চরিত্র আর রাজার চরিত্র প্রায় একরূপ !  
হাসাতেও পারেন কঁদাতেও পারেন ! ভাল খেলা খেলছে  
মামা ঠাকুর ! আর খুব মামাগিরিও করে নিলে । বড়  
লোকের অনেকগুলি “গিরি” থাকে, যথা শালাগিরি,  
যরজামাইগিরি, গোসাহেবগিরি, মামাগিরি, ইত্যাদি ।  
এখন দেখছি মামাগিরিই সব চেয়ে সেরা ! বড় মানুষের

বাড়ী আসভাব জিনিস পওর ঢের থাকে, যথা—হাতী,  
ঘোড়া, গাড়ী—ভদ্রপ খালা, মামা, এরার প্রভৃতি  
লোয়াজিমাও থাকা চাই। বাক্ সে কথা। (নর্তকীগণ  
প্রতি) ওগো, সোণার চাঁদেরা! আর দাঁড়িয়ে রইলে  
কেন? আর হ'একটা গান্ টান্ শুনাও, তা'র পর চলে  
বাই।

১ম নর্তকী। একবারের সুরের চোটেই পেট জ্বলেছে, এরপর  
যে ভন্ম হ'য়ে যাবে। আর গানে কাজ নেই, গপ ছাড়,  
চ'লে বাই।

বিদূ। তা' হচ্ছেনা সোনামণি! এই দাঁড়ালুম পথ যুড়ি'।

### গীত ।

নর্তকীগণ। আ-ছি-ছি-ছি, আ-ছি-ছি-ছি,

একলা রগণী পে'য়ে এত কেন জাঁক্ ?

বিদূ। বেশ্-বেশ্-বেশ্-বেশ্, বেশ্-বেশ্-বেশ্-বেশ্

এখন তো'দের ভারি ভুরি রাখ্।

নর্তকীগণ। মুখপানে কেন চাও।

পিছু পিছু কেন ধাও,

ভেঙ্গে দিতে চাও বঁধু সরম-কপাট্ ;

বিদূ। এস লাজুনি, এস হাঙ্গুনি,

ঠে'রে চোখ্ খানি, কে'ড়ে প্রাণ খানি,

কাছে ঘে'মে হেসে লাগাও তাক্।

নর্তকীগণ । পথ ছাড়, ওকি কর,

এ কিরূপ বিধান ;

বিদু । চুপ্-চুপ্-চুপ্-চুপ, কোস্নে কথা,

লাগে প্রাণে টান্ ।

নর্তকীগণ । গীরিতির কি এ রীতি বঁধু,

দেও ঘুরণ পাক্ ॥

( গাঠিতে গাইতে গ্রস্থান )

দ্বিতীয় গর্ভাক ।

( দৈত্যবন )

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী ।

যুধি ।

( স্বগতঃ )

মানবের অদৃষ্ট-অশ্বরে

অস্তমিত হয় যবে সৌভাগ্য-তপন,

কত বিভীষিকা মাঝে

বাগে কাল মানব তপন ।

জীবের পরীক্ষা স্থল •

এর চেয়ে আর, নাই ঘোরতর ।

কালক্রমে নিবুর্ণনে ছইয়া ঘূর্ণিত

মানবস্থ ছে'ড়ে

গন্তব্য লভয়ে কত নর ।

কি আশ্রয় সংসারের গতি ।

কি আজব মানবের খেলা !

কি বিবশ গ্রহেলিকা নয়

মানব জীবন !

আজি স্বর্গে, কালি মর্ত্যে, পরশ্ব পাতালে,

আজি রাজা, কালি প্রজা, পরশ্ব ভিখারী

আজি শিশু, কালি যুবা, পরশ্ব স্থবির,

আজি ভোগী, কালি রোগী, পরশ্ব শ্মশানে—

এই তো জীবের গতি !

এ প্রপঞ্চ বঞ্চে জীব জীবন কেবল !

হে ভবেশ !

কি খেলা যে খেলিতেছ তুমি

তুমিই তা' জান শুধু ।

কি সাধ্য জীবের

ভেদিতে এ রহস্ত বিবশ !

বামনের সাধ ধরিতে চন্দ্রমা,

আর সামান্ত জীবের সাধ

ভেদিতে এ দুর্কোষ রহস্ত—

উভয়ই সমান ।

এ বিষয়ে অজ্ঞতাই স্মৃতির নিদান ।

নারায়ণ !

আর কিছু নাহি চাই,

কর আশীর্বাদ,

থাকে যেন মতি সদা অভয়-চরণে ।

জ্যোপদী । মহারাজ !

আর কি ও বদন-সরোজে  
দেখিবেনা হাসি দাসী ?  
আর কি পাণ্ডবদের প্রিয় সম্ভাষণ  
পশিবেনা শ্রবণ-বিবরে ?  
হায় !  
ধর্মবীর বলি' যারা বিখ্যাত ধরায়,  
এই কি তাঁদের ধর্ম-পরিণাম ?

যুধি । পাঞ্চালি !

আছে কি শক্তি কারো এ মহীমণ্ডলে  
এড়াইতে কর্মভোগ ?  
ছায়া যথা কায়া গনে  
ঘোরে সর্বস্থানে,  
তথা মানবের কর্মফল  
থাকে নিত্য মানবের গনে ।  
প্রিয়তমে,  
একেত রমণী তায় রাজার হৃদিতা—  
কেন বা স্বেচ্ছায় তুমি  
• বাপিলে এ হৃথের পাধারে !  
তব দশা হেরিলে নয়নে  
ফেটে যায় বুক !  
হায়, স্বেচ্ছাছিল নিধি কিরে  
ঐ চারু দেহ  
ভুক্তিতে এ নিদারুণ বনবাস-জালা ?

দ্রোণদী ।

ছি-ছি নাথ,  
ওকি কথা কহ ?  
পতিপদ পূজা বিনা রমণীর স্মৃৎ  
আছে কি জগতে আর ?  
স্বামী যদি যাগে কাল বিজন বিপিনে,  
রমণীর অট্টালিকা-বাগ,  
হয় শুধু শরশয্যা-সম ।  
যে ভানে যে স্থানে স্বামী যাগেন জীবন,  
সতীও সে ভাবে সেথা কাটাইবে কাল  
পূজি'সদা পতিপদ ।  
ইহাই সতীর কাম্য,  
ইহাই সতীর স্মৃৎ,  
ইহাই সতীর স্বৰ্গ ।  
এইতো করিণে তুমি  
মানবের স্মৃৎ হুংথ—শুধু কৰ্মফল !  
তবে কেন নাথ,  
অনর্থক বাক্যানলে দহ এ দাগীরে ?

( ভীমার্জুনের প্রবেশ )

অৰ্জুন ।

আদেশ পালিয়া দাদা, আইতু ফিরিয়া ।  
যোগী, ব্রতী, তপস্চারী—  
আছে যত দ্বিজ এই বনমাঝে,  
সকলেরই তপোবির  
করি' নিদুরিত,  
লভিয়াছি আশীর্বাদ দোহে ।

বুধি ।

অর্জুন ! ভাই !

এইতো ক্ষত্রিয়-ধর্ম !

দেবদ্বিজে রক্ষাকর। ক্ষত্রিয়ার কাজ ।

ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে

ভগবানও হ'ন তুষ্ট ।

নাশিনারে পাপতাপ এই সংসারের

অবতীর্ণ নারায়ণ নিজে

ব্রাহ্মণ-রূপেতে এ ধরায় ।

ব্রাহ্মণের পাদ-পদ্ম লভিলে ভক্তিতে,

ব্রহ্মপদ অনায়াসে হয় ভাই লাভ ।

তৈঁই কহি দ্বিজ-পদে মতি

থাকে বেন সদা তোমাদের ।

এবে করহ বিশ্বাস ভাই,

শুকিয়েছে শিরমুখ ধানি ।

মহাপাপী আমি,

নরকের কীট আমি,

তৈঁই মোর তরে, সহিতেছ সবে

অশেষ যন্ত্রনা !

দ্রৌপদী ।

মহারাজ !

চাহ, চাহ একবার ফিরি'

তব ব্রতীক্স পানে ।

হের হের মুখ দোহাকার ।

হায় এভো !

পাষাণে কি বাঁধিয়াছ হিরা ক



কুরাজ-অপমান,  
 বিষ্ঠাকীট অমৃতের ডা'র  
 অশেষ লাজনা, সহিরাছি ধীরে ।

কিন্তু নাথ !

আর নাহি পারি সহিবারে,  
 আর নাহি পারি দেখিবারে,  
 পাণ্ডব দুর্গতি !

এ সংসারে ভুঞ্জে যদি নারী  
 অনন্ত দুঃখের আগা,  
 দহে যদি নারীর পরাগ সদা শোকাগুণে —  
 তবু থাকে সুখী,  
 যদি পায় একবার দেখিবারে  
 পতির প্রসন্নমুখ !

ভীষ্ম ।      শুনিতে কি পাও মহারাজ !

শ্রবণে কি পশে সমুদয় ?  
 ছেড়ে দাও রাজ-ধর্ম,  
 ছেড়ে দাও কত্র-ধর্ম ;—  
 সামান্য মানবও ভবে  
 করে প্রাণপণ রক্ষিত অবলা ।  
 এই মাত্র তুমি,  
 কত উপদেশ দিলে রক্ষিবারে যিজে ।  
 কিন্তু দাদা,  
 নাই কি ধর্মের বিধান কোন  
 নারী রক্ষিবারে ?

হয় কি স্মরণ !—

অহো ! অসহ সে স্মৃতি !

এখনও সেই দৃশ্য—সে' নরক,

ভাসে যেন চোখের সম্মুখে !

কুরুগভা—প্রিয়ার সে আর্ন্তনান !

উঃ—অসহ—অসহ !

আর নাহি ! সহে গ্রাণে !

অহো ! মহারাজ !

বহে নাকি রক্ত-বিন্দু শিরায় তোমার ?

লভ নাই কি জন্ম ক্ষত্রকূলে ?

বুধি ।

ভাই ভীম ! শাস্তকর মন ;

সহিষ্ণুতা এ জগতে,

বীরের প্রধান ধর্ম ।

হৃথের উপরে হৃথ কেন দাও গ্রাণে ?

বিধাতার বাহা ইচ্ছা হবে তা'নিষ্ঠর,

নিভূপদে স'প ভাগ্য !

কেন বৃথা হও বিচলিত ।

ভীম ।

কি কহিব দাদা,

ছি—ছি,

হাসাইলে তুমি ক্ষত্রিয়-সমাজ ।

মহার্ণবে ঝঞ্জাবাতে

কে কবে কোথায় থাকে ছে'ড়ে দিলে হা'ল ?

ভেনতি কভু কি বীর

চাহি' ভাগ্য পানে গণে ভবিষ্যৎ ?

কাপুরুষই করে তাহা ।

পাপমতি কুরুদল সনে

হইতাম যদি পরাজিত মোরা

সম্মুখ সমরে,

জলিত না প্রাণ এত ।

কপট আচারে, কপট পণেতে

নিল পাপিগণ রাজ্যধনসব,

মন্ত্রমুগ্ধ সর্পমত থাকিতে শকতি

নারিহু লইতে প্রতিশোধ !

কাপুরুষ মত সব ত্যজিহু হেলায়,

ইহাই কি ক্ষত্র-ধর্ম দাদা ?

প্রত্যেক অনুজ তব

পারে হেলে জিনিবারে সমস্ত ভুবন ।

ইহাতেও সহিছ গজনা শত,

সহিতেছ অগমান কত,

ইহাই কি বীর-ধর্ম দাদা ?

অধর্ম্য কপটি জনে

শান্তি প্রদানিলে,

যদি হয় ধর্ম লোপ,

যাক্ হেন ধর্ম জলধি-গরভে ।

পুনঃ কহি রাজা,

একবার জাগাও হৃদয় ।

কর আজ্ঞা ব্রাহ্মগণে

শান্তি দিতে

নরক সমান পাপ-হর্যোধনে ।

যুধি ।      ভাই বৃকোদর,  
 যা' কহিলে বটে সত্য সব  
 কিন্তু ভাই,  
 যদিও করহ রণ কুরুরাজ সনে,  
 পারিবে কি অবহেলে পরাজিতে তা'রে ?  
 ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, জয়দ্রথ,  
 অশ্বত্থমা, কৃপাচার্য্য আদি  
 অসংখ্য বীর-কেশরী কৌরব-সহায়,  
 না জিনিবে উহাদিগে  
 কিরূপে জিনিবে কুরুরাজে ?  
 ভবিষ্যৎ চিন্তা কভু কর নাকি ভাই ?  
 হ'তে পার চারিভাই বীর চূড়ামণি,  
 কিন্তু অগণিত ধুরন্ধর বীরগণ সনে  
 কিসে বা আটিবে ভাই সমর-শাঙ্গণে ?  
 চিন্তি' মনে এ সকল করিও উত্তর ।

( জনৈক দৌবারিকের প্রবেশ )

দৌবণ ।      মহারাজ, মহর্ষি ব্যাসদেব এইবনে ঋষিদের  
 আশ্রমে বিশ্রাম কচ্ছেন । আপনাকে স্মরণ করেছেন ।

যুধি ।      অহো, ধন্য আনি আজ !

ভাই এ অধমে পদরজ দিতে

স্মরেছেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ।

বাও দৌবারিক,  
পুজিবারে মহর্ষিকে চলিছু এখনি ।  
( যুধিষ্ঠিরের আহ্বান )

অজ্ঞান । ( ভীনের প্রতি )  
এতদিনে বিধি বুঝি হইলা সদয়,  
তাই এ ছুদ্দিনে  
মহামুনি ব্যাগদেব করিলা স্মরণ  
হতভাগ্য পাণ্ডব-ঈশ্বরে ।  
( সকলের আহ্বান )

তৃতীয় গর্ভাক্ষ !  
( দৈতবন—আশ্রম )

ঋষিবালকগণের গীত ।  
শাখি-শিরে পাখীগণে হরিগুণ গায় রে ।  
মধুর মোহন রবে পরাণ জুড়ায় রে ॥  
মৃদুল মধুর মলয় বায়,  
বহে ধীরি ধীরি জুড়ায়ে কায়,  
কুঁহু কুঁহু কুঁহু, পিউ পিউ পিউ,  
কোকিল পাণিয়া তানেরে ॥  
( গাইতে গাইতে ঋষিবালকগণের আহ্বান )

( ব্যাসের প্রবেশ )

ব্যাস ।        অহা ! কি মধুর তান,  
 জুড়াইল তাপিত পরাণ ।  
 বালকের স্খামাখা কণ্ঠহ'তে  
 ঝরিতেছে যেন অমিয়ের ধারা,  
 আশ্রহারা হইলু শুনিয়া !

( বুদ্ধির প্রবেশ )

বুদ্ধি ।        প্রণিপাত করি পায়  
 হে ভারতবিভূষণ !  
 পরম সৌভাগ্য আজ,  
 তেঁই তব সন্দর্শনে  
 হইল পবিত্র পাপ দেহ মোর ।

ব্যাস ।        ধর্ম্মরাজ !  
 এতদূর না হইলে পুণ্যলোক বলি  
 লভিতেনা খ্যাতি ভবে ।  
 এতদূর না হইলে  
 থাকিত কি বাঁধা পাশে  
 আপনি শ্রীহরি ?  
 • হেরিলে ভোমায় রাজা জুড়ায় পরাণ,  
 যেন কোন মোহমস্ত্রে টানে প্রাণখানি !  
 আর আমি কোন্ ছার ? —  
 যেই আকর্ষণে পারে টানিবারে  
 গ্রহরাজে,

উপগ্রহ সেই-টানে পারে কি ভিত্তিতে ?

যা'র-টানে পড়িয়াছে বাঁধা

আপনি মাধব,

পারে কি সহিতে সেই-টান

কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ?

ধন্য যুধিষ্ঠির তুমি,

ধন্য তবানুজ চারিজন !

এবে কহি রাজা,

আসিয়াছি তবস্থানে বাহার কারণে —

যুধি ।

হে মহর্ষে !

কেন আর ভূলাও দাসেরে ?

নারায়ণ তুমি —

নাশিতে ধরার ভার

অবতীর্ণ অবনীতে শেদব্যাসরূপে ।

হে অনব,

কেন আর কর ছল অধম কিকরে ?

এবে কহ প্রভো !

কি আদেশ করিবারে অস্মিয়াছ দাসে ।

ব্যাস ।

শোন রাজা,

ঈগন্তের মঙ্গল কারণ

বিভূর ইচ্ছাম

আসিয়াছি তব পাশে নৃপ !

জানি তুমি হইয়াছ ভীত

কৌরবের ভয়ে ।

তাই তুমি পরাধুখ  
সম্পাদিতে ধরার মঙ্গল  
শাস্তিদিয়া পাপ কুরুদলে ।  
এবে তোমা প্রদানিব আমি  
“প্রতিশ্রুতি” বিদ্যা ।  
বাহার প্রভাবে  
করিলে অভীষ্ট লাভ মহাবল ধনঞ্জয় ।  
হে রাজন্ !  
পাঠাও অৰ্জুনে দেবগণ পাশে,  
‘করি’ তপে তুষ্ট তাহাদিগে  
লভিবেক অন্তর্যাজি পার্ধ মহাবল  
তাজ এই বন তোমরা এখন,  
করহ গমন বনাস্তরে ।  
চল এবে,  
“প্রতিশ্রুতি” বিদ্যা তোমা করিয়া প্রদান  
যাইব আপন স্থানে ।

যুধি ।

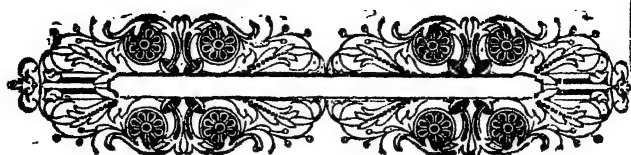
হে মঙ্গল নিদান ব্যাসদেব,

ধন্য তুমি !

- তোমা হ’তে পাণ্ডবের  
হুর্গতি হইবে দূর—বুঝিলাম এবে ।  
দিও স্থান পাণ্ডবেরে চরণের তলে !  
এবে চল প্রভো !  
আজ্ঞা তব করিব পালন ।  
বিধাতার ইচ্ছা কেবা পারে বাধা দিতে ?

( উভয়ের প্রস্থান )





## দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গভাক্ষ ।

( বন )

উপস্থিবেশে অর্জুন ।

অর্জুন ।

হায় !

বহু কাল হয় গত,  
অনশনে অনিদ্রায় থাকি'  
ডাকিতেছি কাতর হৃদয়ে  
দেবরাজে,  
তবুও তাঁহার দয়া নাহি হ'ল ।  
পশে নাকি আর্তনাদ মোর  
শ্রবণে তাঁহার ?  
নাই কি পরাণে তাঁর দয়া-মায়া-লেশ ?  
প্রাবৃটের বারিধারা,  
গ্রীষ্মের দারুণ উত্তাপ,  
শীতের প্রথর প্রকোপ  
সহিতেছি অবহেলে ।

তবুও হৃদয় তাঁর গলিল না হয় !  
 হে পিতঃ ! হে ত্রিদিব পতে !  
 কত আর কষ্ট দিনে অভাগা সন্তানে ?  
 সন্তানের আর্জিনাদ পিতা হ'য়ে তুমি,  
 কেমনে সহিছ তাত !  
 কাঁদিলে সন্তান পারে কি তিষ্ঠিতে পিতা ?  
 এত কি পাষণটাপা হৃদয় তোমার ?  
 না না, নহ তুমি পাষণ-হৃদয়,  
 আমিই কুপুত্র তব, তাই তুমি বাম !  
 জীবন পর্য্যন্ত পণ মম,  
 দেখি কত দিনে তুমি হও হে সদয়।  
 ( ধ্যানে মগ্ন হওয়া )

( ইন্দ্রের প্রবেশ )

ইন্দ্র ।

( স্বগত ) হয় ! হয় !

কি কঠিন হৃদয় আমার !  
 আমার কারণে বাছা ত্যজিয়া সংসার  
 ত্যজি' সুখ ভোগ আদি আহার নিহার  
 কত কষ্টে—কত যীতনার  
 মনে প্রাণে ডাকিতেছে নোরে অহর্নিশ ।  
 আর আমি ?  
 সাক্ষাৎ প্রীতির অংশ হেন পুত্র ধনে  
 আছিহু ভুলিয়া ?  
 না—না—আরনা,

এবে দিগে দেখা

করিগে মাস্তনা বাছারে আমার ।

( নিকটে যাইয়া )

বৎসরে !

হের একবার,

আসিয়াছে তোঁর হতভাগ্য পিতা,

আম কেন কষ্ট পাও যাহুঁমণি !

অর্জুন ।      কে তুমি ?

পুনঃ কোন্ মায়াধর

আসিয়াছ ভুলাইতে গোরে ?

দূর হও—এস্থান হইতে ।

ইন্দ্র ।      আর কেন ছঃখ দিস্ বাছাধন !

একবার চক্ষু মে'লে দেখু'রে চাহিয়া

আসিয়াছে পিতা তোঁর তাজি' স্বর্গশাম ।

অর্জুন ।      ( নয়ন মেগিয়া )

কই - কই - কই ?

অহো ! আসিয়াছ পিতা ?

পড়িয়াছে মনে এত দিনে

অবোধ সন্তানে ?

পিতা ! পিতা ! পিতা !

দেহ পদরজ দাসে ,

পবিত্র হউক মোর পাপ দেহ থানি ।

সংসারের ছঃসহ অনলে

জলিতেছে কাম,

ও পদ পরশে

করি একবার শাণ অশীতল ।

ইন্দ্র । অর্জুন !

কেন আর বাক্যানলে দহ পিতৃ শাণ ?

আর হুঃখ করিস্নেনে বাপ !

অর্জুন । হুঃখ-হুঃখ ? হে অরেক্ষ !

অর্জুনের হুঃখ-রাশি,

হইবে কি দূর এ জনমে ?

হার হার !

অরপতি ইন্দ্র বা'র পিতা,

তাহার এ দশা ভবে ?

কহ পিতা, কহ দয়া ক'রে

কেমনে এ কষ্ট গহিব পরাণে ?

চিন্ত মনে তাত !

পাণ্ডুপুত্রগণ-দশা ।

তাজি' রাক্ষা-ধন-জন

গহন কাননে তা'রা কত কষ্টে হার

বাপিতেছে কাল !

ইহাই কি হ'ল পিতা

তাহাদের গতি ?

ইন্দ্র । অর্জুন !

পাণ্ডবের হুঃখ রাশি হইবেক দূর ।

সত্যপাশে এবে বদ্ধ যুধিষ্ঠির,

সত্যভঙ্গ-ভয়ে ভীত চিন্ত তা'র ।

সত্য-কাল হইলে বিগত  
 গাণ্ডবের ভাগ্যাকাশে  
 উদ্বিবেন সৌভাগ্য-তপন ।  
 হইবেক পরাজিত পাপ কুরুদল  
 গাণ্ডব-হতাপে ।  
 জানি আগি সব,  
 পাঠায়েছে তোরে ধর্মরাজ  
 লভিবারে দেবঅস্ত্র,  
 ব্যাগের আদেশে :  
 পূর্ণ হ'বে মনোরথ তোরা ।  
 এনে শুদ্ধচিত্তে করি' তপ :  
 তোষ আশ্রিতোষে ।  
 লভ পাশুপত অস্ত্র তোষিয়া শঙ্করে,  
 পশ্চাতে বাইও বাছা  
 আমার আলয়ে ।  
 উপদেশ মম করহ পালন,  
 সর্বকর্য্য সিদ্ধি হইবে নিশ্চয় ।  
 এবে আমি যাই সুরলোকে ।

( অস্ত্রকান )

অর্জুন ।

প্রণিপাত করি পিতা,  
 অম্বা তব করিব পালন ।

( প্রস্থান )

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

( কৈলাস-শিখর )

হর পার্শ্বভী ও নন্দী ।

( মুনিগণের প্রবেশ )

১ম মুনি ।      হে পিনাকিন্,  
 প্রসীদ তপস্বিগণে ।

তপোবিঘ্ন কর বিদূরিত ।

হর ।            আবার কি বিঘ্ন ঘটিল ধরায়,  
 থাকিতে জীবিত স্রবহর,  
 কার হেন সাধ্য এ জগতে  
 ঘটাইতে তপোবাধা ?  
 কহ মুনি কে হেন সাহসী ধরায় ?

১ম মুনি ।      তৃতীয় পাণ্ডব মহাবল ধনঞ্জয়  
 ঘোরতপে করিছে কল্পিত  
 তপোবন ।

না পারি তিষ্ঠিতে মোরা ।

হর ।            ও ! হইল স্রবণ,  
 বুঝিয়াছি সব ।  
 যাও নিরাতঙ্কে ঋষিগণ,  
 আপনার স্থানে ।  
 না ঘটবে বিঘ্ন কোন,  
 ত্যজি' শকা নিজকার্য্য করহ এখন ।

মুনিগণ ।      জয় জয় হর !

( মুনিগণের প্রস্থান )

( ধরিত্রী দেবীর প্রবেশ )

ধরিত্রী ।            পিতা পিতা, রক্ষা কর তনয়ারে তব ।

আর না সহিতে পারি,

থর থর করি' কাঁপে কলেবর ।

অর্জুনের তপোতেজ, অসহ এখন

কর পিতা উপায় ইহার ।

হর ।                হে ধরিত্রী দেবি !

বাণ নিগহানে,

না করিও ভয় ।

ধরিত্রী            পিতা,  
কিঙ্করীয়ে রেখো রাজপায় ।

( প্রস্থান )

নন্দী ।            বা-রে-বা কি মজার খেলা,

দেখরে নন্দী ! খেলছে ভোলা !

হর ।                তুই আবার কি মজা দেখলিরে ?

নন্দী ।            নন্দী দেখছে ব'সে মজা,

কাজটা কিন্তু নয়কো সোজা ।

( এনার ) বাবা মায়ের দৌড়দৌড়ি,

প্রমথগণের ছড়োছড়ি,

খে'য়ে ভাঙ্গ ধুতুর গাজা,

ববম্ ব'লে বগল বাজা

ববম্ ব'লে বলে বগল বাজা ।

( বেগে প্রস্থান )

হর । হে শকরি !  
 মর্ত্যভূমে হইবে যাইতে মোর মনে  
 কিরাত মূর্তিতে ।  
 ঐ শোন ডাকিতেছে ধনঞ্জয়,  
 না পারি তিষ্ঠিতে আর ।

পার্কীভী । নাথ, ভক্তের প্রতি যদি সদয়ই হইলে, তবে অপূর  
 মূর্তিতে দেখা দেওয়ার প্রয়োজন কি ?

হর । পরীক্ষিতে ভক্তি-বল ।  
 সংসারের জীব  
 সহজেই হর পথচ্যুত ।  
 যে আধারে যে জিনিস রাখা প্রয়োজন,  
 সে আধার সে জিনিস  
 ধারণে সক্ষম কিনা,  
 সুধীজন আগে দেখেন বিচারি তাহে  
 তাই কিরাত রূপেতে  
 পরীক্ষিয়া অর্জুনেরে,  
 পরে হইব সদয় ।  
 চল হুর্গে !  
 বিলম্ব করিতে নারি আর ।

( প্রস্থান )

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

( হিমালয় প্রদেশ—অরণ্য )



তপস্বি-বেশে অর্জুন ।

অর্জুন ।

হায়,

আর কত কাল কাটাইব হেন ভাবে ?

হে মহেশ ! হে আশুতোষ !

আর কত কষ্ট দিবে এ কিসেরে ?

কত মায়া ফাঁদ পাতিলে চৌদিকে,

কত ভীতি সঞ্চারিলে পরাণ মাঝারে,

এবে গ্রাণ হ'ল কণ্ঠাগত,

ক্ষীণ হ'ল কলেবর,

এখনও প্রভো হবেনা কি দয়া ?

বার যাক্ গ্রাণ,

তবু হয়, না হব বিচ্যুত

আপন কর্তব্য হ'তে ।

( সচকিতে ) ও কি !

আসিতেছে ভয়ঙ্কর বরাহ এবার

করিবারে গ্রাস !

( ধমুতে জ্যারোপণ )

( কিরাত বেশে মহাদেব ও পার্শ্বতীর প্রবেশ )

কিরাত ।

সম্বর, সম্বর অস্ত্রবেগ ।

হে তপস্বিন্,

নাহি হান বান এই বরাহের প্রাতি ।

তব অগ্রে আমি করিয়াছি লক্ষ্য

বধিতে বরাহরূপী এই দানবেশে ।

অর্জুন ।

নির্দোষী জনেরে

যদি কেহ বিনা দোষে করে আক্রমণ,

অবশ্য সে বধ্য শতবার ।

কে তুমি ?

কি হেতু মোরে কর নিবারণ ?

না শুনিব বাধা তব ।

এই হানিলাম শর ।

( শর নিক্ষেপ )

কিরাত ।

দেখি কেবা কত শক্তি-ধর !

( শর নিক্ষেপ )

( নেপথ্যে শরের প্রতিধাতজনিত ভীষণ শব্দ )

অর্জুন

কে তুমি ?

দেব, কি দানব কহ ব্যক্ত ক'রে ।

কি হেতু কিরিছ বনে ল'য়ে বামাগণ ?

নাহি হয় ভয় প্রাণে ?

কেন বা করিলে বিদ্ধ শরজালে

মোর লক্ষ্য—এ বরাহরূপী

রাক্ষসেরে ?

মৃগয়ার ধর্ম, ইহা নহে কভু ।

এই পাপে তুমিও, আমার বধ্য,

জন্মের অযোগ্য তুমি ।

কিরাত ।

ওরে রে ভণ্ড তপস্বী !

এই বুঝি তোমার তপোযপ !

হও অগ্রসর,

উপযুক্ত শিক্ষা আজ প্রদানিব তোরে ।

রে ভণ্ড ! রে নষ্ট ! রে পাষণ্ড !

এস একবার,

‘শৃগার ধর্ম’ শিক্ষা দিবরে উচিত ।

( যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান )

( দুইজন বস্ত্র নিষাদের প্রবেশ )

১ম নিঃ । ওরে বাবারে ! গেছিরে ! এই বুঝি এলোরে ! হায় !

হায় ! হায় ! হায় ! হায় ! কেনন করে ঐরাণটা যাবে রে

২য় নিঃ । আরে কি হয়েছেরে ! বলিস্নারে ! ওরে বল শিগ্নির

বল ! আর যে ছুটতে পারিনে ।

১ম নিঃ । তুই কিছু জানিস্নে তবে ছুটলি কেন ?

২য় নিঃ । তুই দৌড়ছিস্ দেখে আমিও দৌড়লুম । এখন বল

শিগ্নির কি হ’য়েছে ।

১ম নিঃ । ওরে সে কথা কি বলবরে ! আমার ঐরাণ কেবল

চিংড়িমাছের মত লাফাচ্ছেরে ! ওরে ভাই, কোথা যাবরে ।

২য় নিঃ । আরে কেবল চেচাচ্ছে, আরে ব’লে ফেল্না । বল

শিগ্নির ।

১ম নিঃ । ওরে বনের ভেতর কি একটা ঘেন এসেছে । তার

নাকি তিনটে চোখ, পাঁচটা কান, ছ’ট পেট, আটটা

পা’ ! যে বেটারা স্ত্রীর মারে, তা’দিগকে ধ’রে টকাটক্

টকাটক্ গিলে ফেলেরে ! আমার ধরেছিল আর কি ।

ও বাবারে ! গেলুম্বে ! এঃ ! এঃ ! ( কল্পন )

২য় নিঃ । ওরে কি বলিস্নে ! টকাটক্ গিলে ফেলেরে ! হায়

হায় ! হায় ! তবেইত গেছিরে ! হারে তুই সেটাকে  
দেখেছিস ?

১ম নিঃ । আরে দেখলে কি আর আস্ত থাকতুম ! একটা লোক  
দৌড়ে যাচ্ছিল আর এই কথা ব'লে গেল ! ওরে বাবারে !  
ঐ বুঝি এলোরে ! ওরে আমার দাঁত গুলো শির শির  
ক'রে উঠছেরে ! পেটের ভাতগুল ছাতু হ'য়ে গেলরে !  
কাণটা ভো-ভো কচ্ছেরে ! হায় ! হায় ! কোথা বাবরে !  
ওঁরে আর দাঁড়িয়ে কেন ? চল ছুটে ! ঐ বুঝি এলোরে !  
(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

(গোলোক ধাম)

সিংহাসনে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী ।

দেবকন্যাগণের গীত ।

হের ছু-নয়নে, লক্ষ্মীনারায়ণে,

হেরে পরাণ ভ'রে ।

জলদের পাশে, বিজলী হাসে,

উজলি' চারি ধারে ।

আয়রে সকলে, চরণ কমলে,

মজিগে ভকতি ভরে,

বিপদ ঘুচিবে,      শমন পালা'বে,  
হরি-হরি-হরি সুরে ॥

---

লক্ষ্মী ।      কহ নাথ,  
কেন এ গোলোক আগন,  
কাঁপে ঘন ঘন ,  
মূর্তিমতী অস্থিরতা যেন  
বিরাজে চৌদিকে ।

বিষ্ণু ।      হে কমলে,  
ধরামাঝে মম অংশ অবতংশ  
অৰ্জুনের সনে ,  
সুখিছেন রণে চক্ৰচূড় ।  
তাই ভূমণ্ডল কাঁপে পদভরে ।  
পরাজিতে কৌরবেরে  
শকরের তপঃ করিলা কীরিট,  
অস্ত্রলাভ আশে ।  
তাই পরীক্ষিতে অৰ্জুনের বল  
কিন্নাত রূপেতে শিব বাঁধাইলা রণ ।

( ব্রহ্মার প্রবেশ )

ব্রহ্মা ।      হে নারায়ণ,  
সৃষ্টি বুঝি যায় রসাতল ।  
কাঁপে মরুদ্যোম-শিব-পার্থ-পদভরে ।

কহ বিভো, কি হ'বে উপায় ?

রণরঙ্গে মাতি'

হয়েছে উন্নত ভোলানাথ ।

কিন্তু হায় ! বিমুগ্ধা ব'লে,

বিমুগ্ধে পরিপূর্ণ পার্শ্ব-মহারথ,

শিবভেজঃ তা'রে কি করিতে পারে ?

তাই এবে বিষম শঙ্কট !

হে গোবিন্দ !

কর এবে যে হয় বিধান ।

বিষ্ণু ।

ব্রহ্মা !

শান্ত কর চিত ।

যেন যুক্তি উপযুক্ত কহিব তোমারে ।

অৰ্জুনের দেহ হ'তে

হরি' ল'ব বিমুগ্ধেজঃ আমি ।

তা' হলেই ধনঞ্জয়, তুমি' আশুতোষে

হইবেক সিদ্ধকাম—যুচিবে ধরার ভর ।

যাও চতুর্ধ্বখ,

কহ গিরে জৈশানীরে

• থাকিতে মহেশ পাশে ।

ব্রহ্মা ।

জয় হরি দয়াময় !

( ব্রহ্মার প্রস্থান )

লক্ষ্মী ।

তা' ব্যবস্থাটা মন্দ হ'লনা । অপার দরার সিদ্ধ

কিনা ? তাই ভরজ আর থামেনা ! ক্ষণেক পরে-

পরেই উথলিয়ে পড়ে !

বিষ্ণু । কেন, কি হলো ?

লক্ষ্মী । হ'বে আবার কি ? চিরকাল যা' হ'য়ে আসছে তাই হল । যা হ'ক একটা মানবকে দমন কত্তে, মোক্ষদাতা আর সৃষ্টিকর্তা জুটে যে পরামর্শটা এ'টে উঠে হাফ ছাড়তে পারেছো তাই রক্ষে !

বিষ্ণু । তবু যা'হক আমার একটা স্থিরতা আছে । আর কমলা যে নিয়তই চঞ্চলা !

লক্ষ্মী । বটে ! তা কমলাতো আর ছটাকখানেক মাথনের লোভে কেউকে বাপ ডাকে নেই ? আর একটু চন্দন পে'য়ে কারুর ওজো কুজও সোজা করে নেই !

বিষ্ণু । তা'ও ভক্তের মুক্তির অন্তেই বটে ।

লক্ষ্মী । তা' মুক্তিদাতার মুক্তি ত ঐরূপ ক'রেই বটে ! একবার সাধী তুলসীকেও মুক্তিদান ক'রে জগতে বেশ নাম জাকিয়েছিলে ! মোক্ষদাতা না হ'লে অমন জলজীৱন্ত মোক্ষদান কি কেউ কত্তে পারে ? ভক্ত শঙ্খচূড়ের প্রতি বেসী টান ছিল কিনা, তাই সেই টানে তা'র পত্নী তুলসীর গারে টলে পড়েছিলে ! আর ষড়ঋষ্যাময় ভগবান কিনা, তাই স্বীয় মূর্তিতে মোক্ষদান কত্তে যে'তে সাহস হয় নেই বলেই, তা'র স্বামীরূপ ধ'রে মুক্তিদান করেছিলে !

বিষ্ণু । তা' চির কালই তোমার জয় । আমি চূপ করলুম !

লক্ষ্মী । তা' এখন করবে বই কি ? লাগতে আস কেন ?

ভক্তকে দ্রাণ কর, মোক্ষদান কর—বেশ ! তবে তা'নিরে

লক্ষ্মীর কাছে জাঁক কওে এসনা ।

বিষ্ণু । তা' তুমি যদি বিবেচনা না ক'রে কেবল আমার

ছিদ্রাবেষণই কর তবে আর আমি কি করবো ?

লক্ষী । যা'র গায়ে সহস্র ছিদ্র তা'র আবার ছিদ্রাবেষণ কি ?

তুমি সৃষ্টিছাড়া কিনা তাই তোমার সবটাই বেশী থাক।

চাই, নইলে ভগবানচন্দ্র কেন ?

বিষ্ণু । লক্ষী ! তবে কি তোমার ইচ্ছা যে অদ্য বিষ্ণুভেজে আর শিবভেজে সংঘর্ষণ হ'য়ে সৃষ্টিটা ডুবে যাক্ !

লক্ষী । তা যা'র সঙ্গে যিনি লাগতে যাবেন তিনি আগেই ভেবে চিন্তে যে'তে পারেন, শেষে টানাটানি কেন ? ভগবানের বেলা সবই সাজে ! মহাদেব আগে না ভে'বে লেগেছেন তাই এখন সৃষ্টিকর্তার মাথা ব্যথা ।

বিষ্ণু । এই জন্তই তো তুমি সংসারে মহামায়া রূপিনী । তাই তুমিও সময় সময় আত্মহারা হয়ে থাক । শোন প্রিয়ে ! অর্জুনের বিষ্ণুভেজঃ হরণ দ্বারা কোন অনিষ্ট না হ'য়ে বরং তাহার বিশেষ ইষ্ট এবং তদ্বারা জগতের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হ'বে ! অর্জুন ত্রিপুরারির নিকট পাশুপত অস্ত্র লাভ ক'রে ভুবন-বিজয় হ'বে এবং তাহা দ্বারা ই জগতের উপকার সংসাধিত হ'বে । এখন চল, বাহাতে এই কার্য সম্পন্ন হয় তাহার বিধান কত্তে হ'বে ।

( প্রস্থান ) .

দেববাল্লভগণের গীত ।

হরি হরি তানে,                      হরিগুণ গানে,  
মজরে, ভাসরে সবে দিবসরজনী ।



মাতরে, গাহরে হরিণাম গান,  
 ধ্যান কর সদা শ্রীহরিচরণ,  
 পলাইবে দূরে রবির নন্দন,  
 কলুষ নাশিয়ে অখে জুড়া'বে পরাগি ॥  
 কর পান অখে হরিণাম অধা,  
 যাবে চলি'দূরে এই ভব-ক্ষুধা,  
 নীতল হইবে তাপিত জীবন,  
 নাচরে, ভজরে সদা হরি পা দু'খানি—  
 মা-ধা-গা-মা,-পা-ধা-নি-মা অরে,  
 মা-নি-ধা-পা,-মা-গা-ধা-মা ধারে,  
 রাধা-রাধা-নি-ধা-পা-মা, হরি-হরি-পা-পা-ধা-মা  
 মা-ধা-গা-মা রাধা কৃষ্ণ, কর প্রেমধ্বনি ।

### পঞ্চম গর্ভাক্ষ ।

( হিমালয় প্রদেশ—অরণ্য ) " "

( যুদ্ধ করিতে করিতে কিরাতবেশী মহাদেব  
 ও অর্জুনের প্রবেশ )

কিরাত ।      ওরে মূঢ় !

বাপিলে পতঙ্গ জলন্ত পাবকে,  
 আর কি সে পারে ফিরিবারে ?

জীবনের আশা এবে কর পরিত্যাগ,

স্মর ইষ্টদেবে ।

মৃত্যু তোম বসিল শিয়রে ।

অর্জুন ।      আরে-রে কপটী,

আরে-রে অবোধ কিরাত !

বাক্য আড়ম্বরে বীরের হৃদয়

হয় কি কখনো ভীত ?

হও অগ্রসর,

( উভয়ের যুদ্ধ ও অর্জুনের অস্ত্রক্ষণ )

অর্জুন ।      ( স্বগত ) হায় !

ফুরাইছে অস্ত্ররাজি ধীরে ধীরে,

শূণ্য হ'ল তুণ !

দেব কি দানব ইনি বুঝিবারে নারি ।

ক্রমে ক্রমে যেন

অবসন্ন হইতেছে দেহ ;

না পারি বুঝিতে আর !

ঘুচেছে বিজয়-আশা,

পরানের আশা বুঝি ঘোচে এইবার !

এ ভীষণ বিজয় বিগিন !

ভাঙ্গুর কিরণে হেথা নাহি গশে ভয়ে ।

এ হেন কাননে

কে-ই-বা হইবে সহায় ?

কিরাত ।      এ কি !

এই কি হে বীরস্ব তোমার ?

বীরপণা হইল কি শেষ ?

অর্জুন ।        হে কিরাত !

ধন্য তব সমর-কৌশল !

এবে অবসন্ন হইয়াছে দেহ

যুঝি' তব সনে ।

পালহ বীরের ধর্ম,

ক্ষণকাল লভিতে বিশ্রাম

কর অনুমতি,

পশ্চাতে করিব রণ ।

কিরাত ।        . ( সহাস্তে )

তোমারো যে দশা বীর

আমার ও তাই ।

ভাল লভহ বিশ্রাম ক্ষণতরে

পশ্চাতে হইবে রণ ।

( কিরাতের প্রস্থান )

অর্জুন ।

হায়, কত আর যুঝিব একাকী,

কতবার পরাগ্নিহু কিরাতেরে,

কিন্তু পুনঃ গর্জি' আগি' করে আক্রমণ ।

প্রজ্জ্বলিত বহ্নি-শিখা মাঝে

ঢালিলে সলিল,

ক্ষণ ধামি' তেজঃ তা'র বাড়ে পুনরায়

তথা কিরাতের তেজঃ বাড়ে বারবার ।

এবে কি হ'বে উপায়,  
 কিছুই বুঝিতে নারি !  
 অন্তরীক্ষে থাকি যেন কোন জন,  
 দেহ হ'তে লইছে কাড়িয়া বলবীৰ্য্য সব ।  
 হায় ! হায় ! ভাঙ্গিল সকল আশা ।  
 জীবন হার'ব ব'লে দুঃখ নাই মনে,  
 কিন্তু, পাণ্ডুপুত্রগণ  
 ভাসিল যে দুর্গতির অকূল পাথারে,  
 এই দুঃখে অগে মন প্রাণ ।  
 হায় ধর্ম্মরাজ,  
 বড় আশা ক'রে—বড় সাধ ক'রে  
 পাঠাইয়েছিলে মোরে  
 পাণ্ডবের দুঃখরাশি করিবারে দূর ।  
 অহো ! পুঞ্জিল সকল সাধ !  
 ভাঙ্গিল কপাল !  
 হে শকর ! হে ত্রিপুরারি !  
 কত কষ্ট পে'য়ে—কত জালা পে'য়ে  
 ডাকিছ তোমায়,  
 কিন্তু হায়, পাষাণ তোমার প্রাণ  
 হইলনা দয়া প্রভো !  
 চাহিলেনা মুখ তুলি' কিকরের পানে ।  
 শুকাইল অশ্রুবিন্দু নয়নে কেবল,  
 তিতিলনা হৃদয় তোমার—  
 জবীকৃত হইলনা প্রাণ !

হে জ্ঞান, হে মৃত্যুঞ্জয়,  
 আমি মরি—খেদ নাই তার ;  
 কিন্তু “শঙ্করে ডাকিয়া মরিগ অর্জুন”  
 গাঠবে যে ধরাবাগী ইহা চিরকাল,  
 এই দুঃখ র’ল মনে ।

যায় যাক্ প্রাণ—যাক্ ধনজন,  
 যাক্ রাজ্য—যাক্ ভ্রাতৃগণ,  
 তথাপি থাকিব সদা পাদপদ্মমূলে ।  
 ধর মহেশ্বর—

ভকতি-চন্দন মাখা অস্ত্রিম অঞ্জলি  
 লহ কৃপা ক’রে অস্ত্রিম প্রণতি : —

জয় নিবেশ্বর ভৈরব মুড় চন্দ্রচূড়,  
 জয় আশুতোষ ত্রাশক বুধভ-আরুঢ় ।  
 জয় মহেশ উমেশ জ্ঞান শঙ্কর,  
 জয় বিভূতি ছাদন সদন মান-হর !  
 জয় ভোলানাথ ভবেশ বম্বস্ হর,  
 করুণায় কিঙ্করে প্রসাদ পরমেশ্বর ।

( ধীরে ধীরে কিরাতের প্রবেশ ;

অর্জুন কর্তৃক মাণ্য প্রদান ও

কিরাতকুণি-শিব কর্তৃক

নিজ গলার মাণ্য

পরিধান )

( কিরাত প্রাত চাহির। সচকিতে )

অ্যাঃ ! একি হল ! একি হল !

অহো ! চিনেছি—চিনেছি প্রভো !

আর কোথা যাবে, আর ফাকী দিতে

নারিনে দাসেরে । পাড়িয়াছ ধরা !

( করগোড়ে ) হে মহেশ, হে ভবেশ, হে আন্ততোষ,  
হে অনাথনাথ ! এতদিনে কি দাসকে মনে পড়েছে ?  
এতদিনে কি ক্ষমার গলেছে ? হে পাষণ ! এতদিনে কি  
পাষণ দ্রবীভূত হ'য়েছে ? পিতাহে ! পাপ যে কণ্ঠাগত  
হ'য়েছে ! আর যে তোমার ডাক্তেও পারিনে ! হে  
পতিতপাবন ! হে অধমভারণ ! হে দুর্গতিনাশন ! সম্মান  
কে আর কতই না ফুলানে ! এখনও কি মরা হ'বেনা প্রভো !  
না জানিয়ে দেববাহিত দেহে শরাঘাত করেছি ন'লে কি  
প্রভো, কিহরে সদর হ'বেনা ? বল নাথ বল, যদি তাহাই হয়  
তবে আমি এখনই এই অস্ত্রাঘাতে এই অন্তর পদতলে প্রাণ  
বিসর্জন দিচ্ছি ।

কিরাত । ( বাধা দিয়া )

কান্ত হও নাছা মন,

হে'রে তব অপূর্ব বীরত্ব,

হইরাছে তুষ্ট আন্ততোষ ।

তাই এবে সদর তোমারে ।

খন্ড ধনঞ্জয় ! দত্ত ভূমি এই ধরাতলে,

হতশীর্ষা যা'র রণে আজি

আপান শঙ্কর ।

অঙ্গুর হউক তব তুণ —

কুরাইলু যাহা মায়ী বলে ।

হে অর্জুন,

নহ তুমি সামান্ত মানব ,

বিষ্ণুর সহায় তুমি চিরকাল ।

এবে যাচহ বাঞ্ছিত বর,

কর সম্পাদন ধরায় মঙ্গল ।

অর্জুন । প্রভো ! ধন আমি আজ !

জনম সফল হ'ল !

দীননাথ ! তব দরশন

লভয়ে যেজন ভবে,

অপূর্ণ কি থাকে কোন সাধ তার ?

বিসনে অনমনে থাকি'

কত কত মহাজন ,

কাটাইছে কাল বিজন কাননে ,

হেরিতে তোমার

দেবের দুলভ ঐ অভয় চরণ ,

যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র কত ভূধর-কন্দরে

করিতেছে ধ্যান ঐ চরণ-সরোজ ,

সেই বিশ্বহারি-হর আজ

গম্বুখে আমার ;

আর কি বাসনা প্রভো, থাকিবে হৃদয়ে ?

তবে যবে সদয় হইয়ে

চাহিয়াছ তুমিবারে দাসে বর দানে,

তোমার আদেশ নাথ, করিব পালন ।

দেহ ছই বর দাসে —

এক বরে—দেখাও কিঙ্করে

আপন মূর্তি তব;

দাঁড়াও সম্মুখে, ল'রে বামে

দুর্গতিহারিনী অভয়ায়ে ।

অন্তবরে—দেহ দাসে

ত্রিলোকসংহারকারী অস্ত্র পাণ্ডপত ।

কিরাত । হে কীরিটা !

বাঞ্ছা তব করিব পূরণ,

হৃদে স্মরি' ইষ্টদেবে

চাহ একবার—

( কিরাতের অন্তর্দ্বান )

পট পরিবর্তন ।

হয় পার্কীতী ।

অজুন । মরি ! মরি ! মরি !

নয়নরে ! হের হের একবার !

ধন্য ! ধন্য আমি আমি !

গীত ।

হেররে আঁখি ভরিয়া আজি শঙ্কর শঙ্করী দোহারে ।

মানব জনম সফল হ'বে ভয়ে শমন যা'বে দূরে-রে ॥



গাওরে আনন্দে ব'লে বববম্  
 নাচরে আনন্দে নাচ অবিরাম,  
 দুর্গতি ঘুচিবে,      কলুষ পালা'বে  
 মাতিবে ভকতি-মদেরে—  
 হর হর ভোলা,      দুর্গে দুঃখহরা  
 ডাক অবিরত,      যুচে যা'বে জ্বালা  
 ভকতি-চন্দনে প্রগতি-কুসুম  
 মাখিয়ে, দেও হে চরণ, পরে ॥

হর ।      হে পার্শ্ব ! এই মহীমণ্ডলে তুমিই এই ত্রিলোক  
 সংহারকারী গান্ধপতঅস্ত্র ধারণে সক্ষম । আমি আজ  
 সন্তুষ্ট হ'য়ে তোমাকে সেই অস্ত্র প্রদান করলেম ; তুমি  
 ভুবনবিজয়ী হও । ( অস্ত্র প্রদান ) যাও, আমার আশী-  
 র্বাদে এখন দেবতারাত্ত প্রসন্ন হ'য়ে তোমার দেবঅস্ত্র  
 দিবেন ।

অর্জুন ।      জয় শিব শঙ্কর !  
 প্রণমি চরণ-পদ্মে ।

( অস্ত্রগ্রহণ ও প্রস্থান )

( বেগে নদীর প্রবেশ )

নন্দী ।      ( দুর্গার প্রতি )

দেখলে মা এখন "মজার খেলা",  
 কেমন খেলা খেলে ভোলা ?

যেই খেলেন ছু'ট ঘা  
 অম্নি বরটি দিলেন, মা !  
 বাবার স্বভাব এম্নি বটে  
 নন্দী মরে মাথা কু'টে ।

হর ।            তোর আবার হিংসা হ'ল নাকি ? তা' বা'ক,  
 তোকেও একটা বর দেব ।

নন্দী ।            নন্দী কেন চানে বর,  
 সংসারে তা'র কা'রে ডর ?  
 শিবের দ্বারে রক্ষে দ্বার,  
 আর কারুর না ধারে ধার ।  
 গে'য়ে সদা ববন্ ভোলা  
 যমকেও নন্দী দেখায় কলা ।  
 থাক্লে নন্দীর সিদ্ধির ধলে,  
 তবেই দিন তা'র যাবে চ'লে ।

হর ।            তা' তোর যেমনি কপাল তেমনি হ'বে ।

নন্দী ।            আর বাবার আমার কপাল সেরা,  
 নাম করেছেন কপাল-পোড়া !  
 ( আমার ) মা'র ভাগ্যেতে অন্ন খান  
 কুকথাতে দিন কাটান ।  
 ভোলানাথের কেবল ভুল,  
 ভাদ্ধুত্ৱায় বাঁধায় গোল ।  
 বাজিয়ে বগল তা-ধিন্-ধিন্  
 নন্দীরাম গায় নিশি দিন ।  
 ( হর হর নিশিদিন ) ।

হয় ।                   ( স্বগত ) আহা ! নন্দী আমার সর্বদাই আনন্দে  
 বিহ্বল ! প্রীতির ফোয়ারা !  
 . ভক্তির বল এমনই প্রবল । ( প্রকাশ্যে ) চল পাগল,  
 এখন টেকনাগে চল ।

( প্রস্থান )

---



## তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

( বিদুষকের বাটী )



বিদুষক ।

বিদু। মহারাজনেরা বলেন “হস্তী হস্ত সহস্রেশণ”। আমি বলি “রাজা হস্ত অসংখ্যেশণ”। হাতীকে যদি হাতের হাত দূরে থাকা ভাল, তবে রাজারাজ্যেরও অসংখ্য হাত দূরে থাকা ভাল! বাবা, রাজারাজ্যের ঘেসাঘেসিতে জীবন কাটান কি বিবশ সমস্তা! যেন পদ্ম পত্রের জল, সদাই টলমল! বড় মানুষের বাড়ীর দাসী বাঁদী হ’তে উপরে স্ত্রী উপমস্ত্রী প্রভৃতি সকলেই রাজার এক একটি সাক্ষাৎ ছোটখাট বিগ্রহ! এই দৈনিক কার্যের তালিকাটা দেখনা—রাজা হাসলেন ত হাসতে হ’বে, গাইলে গানের সুরে যদি পেট ফেঁপেও ওঠে তবু বাহাবা দিতে হ’বে! রাজার ছেলেরা যদি নেহাত গোবরগণেশও হয়, তবু তা’কে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ব’লে ব্যাখ্যা ক’ন্তে হ’বে! একরূপ আর ক’ত বলব? তারপর রাজার যদি সখ

হ'ল বানরের সাজ পণ্ডিতে, তা'ও পরতে হ'বে—ইত্যাদিঃ  
 ঢের। এই তো গেল কতায় হিসেব। এর পর নামা বাবু,  
 শালা বাবু, বোনাই বাবু, জামাই বাবু প্রভৃতি আছেন,  
 গুরুজি আছেন! সবার উপরে আছেন গোলাপমণি,  
 নন্দরাণী, কমলমুখী, নিশালাকী প্রভৃতি শক্তিরূপিনী-  
 গণ। এদের কারুর নকুনি, কারুর হাকুনি, কারুর কাণ-  
 মলা, কারুর গলাধাক্কা, আবার কারুর আব্দার, কারুর  
 ক্ষুধারের চোটে একবারে গেটের ভাত চা'ল, গারের  
 রক্ত জল, ক্রমে হজম শক্তির ভ্রাস, কাজেই শয্যা'পরে  
 বাস, তারপর ঘন ঘন কাশ, আর গিন্নীর ঘন শ্বাস, ক্রমে  
 লুপ্ত নেত্র গল, কাজেই আত্ম কাষ্ঠতল! পরের চাকরির  
 এমনি মজা! তা বাবা মেথরই হও আর রাজমজ্জীই  
 হও। কয়েকটা দিন অশ্রি মল্লনন! হ'প ছে'কে বাঁচছি,  
 হ'বেলা চাট্টী পাচ্ছি, আর সন্ধ্যা গে'কে ভোর পর্য্যন্ত  
 তিন-শ বিরেণী সিকে ওজনে ঘুম দিচ্ছি। তবে মাগীর  
 জালায় তিষ্ঠা ভার—সদাই তা'র মুখ ভার! অর্থ না  
 হ'লে ত দাম্পত্য প্রেমের পূর্ণ বিকাশ হয়না! জীবন  
 ভ'রে যত কিছু উপার্জন, সবই ত ঐ শ্রীচরণে সমর্পণ,  
 এতে ও মানীর গন ওঠেনা! ঐ বুঝি আসছেন আমার  
 উগ্রচণ্ডা, এবার খে'তে হ'বে মেঠাই কি মণ্ডা! (ব্রাহ্ম-  
 নীর দিকে চাহিয়া) আয়াহি বরণে দেবি—আসর খালি  
 পড়ে আছে!

(ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

ব্রাহ্মণী। বা-রে আমার রসচিন্তামণি, সরস রসিকতার রসাল

ধান, মুখে বুঝি পড়েনি' আগুন তাই কে'টে কে'টে  
বেকছে গুণ !

বিদু। আহা ! "মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।

কালীরাম দাসে কহে শোনে পুণ্যানন !"

ব্রাহ্মণী। বাঃ ! গায়ে বুঝি খুব তেল বেড়েছে ! কয়েকদিন  
বাঁধা খাওয়া হচ্ছে কিনা, তাই বাড়ী ব'সে ব'সে কেবল  
কথার জাহাজ শোলা হচ্ছে !

বিদু। তা তোমা হেন ধানি গাছই সামনে বিদ্যমান ! তা'র  
জন্ত অত চিন্তে কেন ?

ব্রাহ্মণী। মিলের দেখছি খুব মুখ ছুটেছে ! যেন বিদ্যাগিগ্গ-  
জের টোলের পড়ুয়া !

বিদু। তা' নইলে কি হ'তেম কোর ভেড়ুয়া ?

ব্রাহ্মণী। বা-রে বা ! এ যে দেখছি সাক্ষাৎ ভ্রাকচ্চি !  
কড়া তেলের ভাঁজা লুচি !

বিদু। বা-রে আমার রসের নাগরী, চেন্টানাকী স্থলোদরী !  
খেংরা শোভিত বিশালহস্তে, ভয়াল গৃহিণীঃ নমস্ততে !  
( সুরযোগে ) বাবে কথা রেখে এবে হইয়ে তৎপর,  
গিন্নীর বন্দনা কিছু করিব গোচর—

ব্রাহ্মণী। তবেরে পোড়ারমুণো, বিষ্ঠাথেকো মরুট অবতার !  
কে'ড়েছে বড় বার ! কিছু বলছিনে ব'লে নে'ড়ে উঠে-  
ছেন ! ( ঠোনা মারিতে ২ ) জুবেলী বাড়ী ব'সে হ'খাল  
ভাতের কাঁড়ি ধরং করা, আর আমার নামে  
গাওয়া ছড়া—

বিদু। ( সুরে ) ঠোনা যে'রে যেবা নারী পতি পানে চার

লক্ষ্মী বলে সেই নারী গঙ্গনা পরতে পার !

সুবুদ্ধি গিন্নীর আমার কুবুদ্ধি ঘটল,

খেংরা ছে'ড়ে কেন ঠোনা মারিতে শিখিল !

ব্রাহ্মণী । তবে-রে বেহায়া আমার সঙ্গে ফকিকারী, এইবার  
তোম্ব টিকী ছিঁড়ি ।

বিদু । গিন্নি গো ! এইবার দণ্ডবৎ, দিচ্ছি পুনঃ নাকে ধৎ ।

“অপরাধ করিয়াছি—হুজুরে হাজির আছি” ।

ব্রাহ্মণী । চুপ কর খেংরাখেকো । বাড়ী এসে যেন সিংহ  
অবতার হয়েছেন ! কেউ গুণ করেছে নাকি ?

বিদু । গুণ করে নেই লো পাগলী ! ঘুণ ধ'রেছে !

ব্রাহ্মণী । ভালো ল্যাঠা জুটলো ! কলসীতে যে আর চা'ল  
নেই, রাজবাড়ী যাবেনা ? এখন উদরে দেবে কি ?

বিদু । কেন চা'ল না থাকে দড়ীতো আছে । রাজবাড়ী যাব  
কি ক'রে ? শরীর যে নেহাত রুগ্ন ।

ব্রাহ্মণী । ও মা, সে কি গো ! ছ'বেলা আড়াই সের ক'রে  
চা'ল মজাচ্ছ, তোমার আবার কি রোগ হলো ?

বিদু । বড্ড ভারী রোগ ! গৃহিণী রোগ !

ব্রাহ্মণী । সে-কি-গা ! গৃহিণী রোগ আবার কেমন ? গ্রহণী  
রোগ শুনেছি । এটা আবার কেমন রোগ ?

বিদু । এই হালের আমদানী ! গৃহিণী রোগেই ত দেখ খেলো !  
নব যুবরাই এ রোগে বেশী কষ্ট পায়, আর পান শেষ  
কালের নিবাহিত বুড়ারা ।

ব্রাহ্মণী । তা' তোমার এমন রোগ হ'য়ে পড়লো, এখন পেট  
চলবে কেমন ক'রে ?

বিদু। কেন পেটপোড়া খেয়ে—

ব্রাহ্মণী। বাঃ তোমার যে আজ “বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা”।

বিদু। আর তোমারও ত দেখছি গর্ভত্বং স্বামিনা বিনা !

ব্রাহ্মণী। দেখ, বিটলে বামুন, আজ তোর কপালে আছে খুব সাজা, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা ! তবেই হতচ্ছারা ( কাণ ধরা ও ঠোনা মারা ) আমি আর কিছু বুঝিনে—

বিদু। আঃ, এয়াড়কি কর কেন ? আঃ ছাড় ! এয়াড়কির কি আর সময় অসময় নেই !

ব্রাহ্মণী। তবে বল রাজবাড়ীতে যা'বে কখন ? ঘরে যে কিছুই নেই, বামুন যেন অন্ধ !

বিদু। এই আজই যাব, আজই যাব। এখন ছাড়, তোমার মাথা খাই, একবার ছাড়, “যা দেবী সমগৃহেষু গৃহিণী রূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ !

ব্রাহ্মণী। আবার বেহারা আবার ( শক্ত ক'রে কাণ ধরা ) !

বিদু। ও মা গো, আমি গেছি গো ! লক্ষ্মী, সোণা, আর কিছু বলবনা। এখন ছাড়। তুমি রসুই ঘরে গিয়ে শিগগির রান্না বসাও। আমি খেয়েই রাজবাড়ী যাচ্ছি।

ব্রাহ্মণী। আচ্ছা, এই চল্লম।

( প্রস্থান )।

বিদু। আর, আমিও বাঁচলুম। মাগীর গায়ে কি জোর, এইবারই তো দ্বিতীয় জরাসন্ধবধ হয়েছিল আর কি ! মাগীর শরীরটা যেন ছরমুজ্জ করা ; যাই এখন রসুই ঘরের দিকে।

( প্রস্থান )



## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

ইন্দ্রপুর ।

( নন্দন কানন )

উর্কশী, মেনকা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, অপরাগণ ।

গীত ।

ওলো নীরবে খেল্বে দোহে কেলি কাননে ।

অফুরন্ত কথা কত ক'ব দুজনে ।

হাসিব চাঁদের হাসি, গণিব তারারশি,

ধ্বনিবে লো দশ দিশি স্নগধুর তানে-রে

মধুরে ভাসিব মিশি, বঁধুর মনে ।

উ । দেখ্‌লো সখি, বিধুমুখি, শোভা কাননের,

মে । মল্ল বায়ে, চল্‌ছে নিরে, গন্ধ কুমুমের ।

তি । পরাণ কাঁপে, হৃদয় চাঁপে, অবশ হ'ল কার,

স্ব । ( তোয় ) নূতন কলি, ছুইলে অলি ষট্বে বিধম দায় ।

উ । হাস্‌ছে যেন বাগানখানি, কি এক রসে র'সে,

মে । ছুট্‌ছে চাঁদের আলোরশি, চারি দিকে হে'সে ।

তি । হে'রে শোভা, মনোলোভা, উদাস হ'ল প্রাণ,

স্ব । জুট্‌বে নাগর, রূপের সাগর, নবীন ঘোবন ।

উ । দেখ্‌না ভাই, রাজার মনে, কে ঐ মনচোর,

মে । বারির আশে, চাতক আসে, জুট্‌ল বুঝি বর ।

কি । যে হ'ক সে হ'ক তা'তে তোর কেন লো ডরু ?

অ । ওলো ছুইলে ঘটবে বিষম দায়—সরু সরু সরু সরু ।

সীত ।

ওলো সরু সরু সরু তোর আধকোটা ফুল,

বুঝি দেয়লো অলি ছল্ ।

শেষে কি কেঁদে, পড়'বি ফাঁদে,

হারাইবি কুল্ ।

নারীর যৌবন বালির বাঁধ

ভাঙ্গে বঁধু পে'তে কাঁদ

ছুইলে প্রাণে, লইবে টেনে,

বাঁধাইবে গোন্ ।

উ । চুপ্ চুপ্ চুপ্ এলো রাজা, চুপ্ চুপ্ চুপ্ চুপ্,

তি । মুখে তো চুপ্, বুকে কিস্ত করছে হুপ্ হুপ্ ।

( ইন্দ্র, অর্জুন ও চিত্রসেনের প্রবেশ )

চিত্র । শোন উর্কশি, শোন তিলোত্তমা, তোমরা আজ মধুর  
মিলন সঙ্গীত ও নৃত্যাদি দ্বারা দেবরাজের মনস্তৃষ্টি  
সাধিত কর ।

উর্কশী । যে আজ্ঞে ।

গীত ।

জুড়াইছে দু'টিপ্রাণ প্রেম-মিলনে ।  
 হৃদয় বিভোরে, অধরে অধরে ।  
 হৃদয় হৃদয় ফুটি' ছোটে মোহাগধারা ।  
 পরাণে পরাণ লোটে হ'য়ে প্রাণহারা ।  
 মধুর মধুরে শিহরে দোহারে ;  
 করিছে সুধার ধারা মজায়ে মনে ॥

চিত্রসেন। বা! বেশ! আর একটি গাও।

গীত ।

( ওলো ) সরমে সরম কথা কইতে পারিনি ।  
 পরাণতরা মোহাগরাশি জানাতে পারিনি ॥  
 চোখের পিয়াস রইলো চোখে,  
 বুকের জ্বালা রইলো বুকে,  
 অধরে আদরে সুধা ঢালতে পারিনি—  
 পীরিতির এত জ্বালা আগে জানিনি ॥

ইন্দ্র। চমৎকার! কি মধুর সঙ্গীত! যেন সুধার ঐশ্বর্য! হে  
 চাকরেন্দ্র! অঙ্গরাগণ! তোমরা এখন কণকাল বিশ্রাম  
 সুখ ভোগ করগে।

( অঙ্গরাদের ঐহান )

বৎস ধনঞ্জয়,  
 লভিরাছ দিব্য অস্ত্ররাজি,

শিখায়েছি গুড়তম যুদ্ধের কৌশল,  
 এবে চিত্রসেন সনে  
 নৃত্য গীত আদি শিক্ষাকর কিছুদিন ।  
 সৰ্ববিদ্যা সুপণ্ডিত হও বাছা তুমি,—  
 বাসনা ইহাই মোর ।

অৰ্জুন ।

পূজ্যপাদ পিতৃদেব,  
 আজ্ঞা তব করিব পালন ।  
 এবে রজনী গভীর  
 করহ আদেশ দাসে লভিতে বিশ্রাম ।

ইন্দ্র ।

যাও বৎস, লভগে বিরাম ।

( অৰ্জুনের গ্রহান )

শোন চিত্রসেন,  
 অপরার নৃত্যকালে  
 হেরিলাম সুখের ব্যাপার ।  
 উৰ্বশীরে হেরি'  
 আকৃষ্ট হইল। বৎসর ;  
 নেত্রে নেত্রে হয়েছে মিলন !  
 উৰ্বশীও মজিয়াছে ঘোর ।  
 এবে যাও তুমি উৰ্বশীর পাশে,  
 করগে তাহারে  
 ভজিতে অৰ্জুনে এই নিশীথ সময়ে ।  
 বিচিত্র ভূষণে চারু হ'লে বিভূষিতা,  
 বল গে তাহারে  
 যাইতে পার্থের পাশে ।

এ মিলন বিশেষ মঙ্গলকর

হইবে ধরার !

যাও তবে চিত্রসেন,

আমিও চলিছু এবে বিশ্রাম আগারে ।

( চিত্রসেনের প্রস্থান )

( স্বগত ) অর্জুন,

ঘোর পরীক্ষা তব এই বার ।

( অপরদিক দিয়া উর্ধ্বগী ও তিলোত্তমার প্রবেশ )

উর্ধ্বশীর গীত ।

ও কে গোপনে করে চুরি মন ।

আমিত আমাতে সখি, নইলো এখন—

ল'য়েছে কাড়িয়া জীবন-যৌবন ।

পলকে নিরখি' ভাসি আঁখি-নীরে,

পরান উদাসী হৃদয় শিহরে,

রমণীমোহন রূপ মনোহর,

হোঁরয়ে হারানু ধরম ভরম—

বল সখি, কিসে ধরি জীবন ॥

সই,

চলেনা চরণ আর ।

অবশ হয়েছে প্রাণ,

কহ সখি ! কে ঐ রমণীমোহন

চুরি করে নারীর পরাণ !

ভিলো ।

ছি—ছি, মই

তাজিলে কি নারীর ভূষণ—লজ্জা ?

শাস্ত কর মন,

কেন হও উচাটিত কুভাবনা ভাবি' ?

উর্দশী ।

তাজিয়াছি লজ্জা, মই

ধরম ভরম ;

হয় হউক নরকে নিবাস,

স্বগিতা পিশাচী বলি'

ঘোষুক জগত, ক্ষতি নাই তার ।

টানিলে চুষকে লৌহ

মানে কি সে বাধা ?

তরঙ্গিনী ধায় যবে বারিধির পানে

মানে কি সে বাধা কভু ?

আপনার বেগে

ধায় যবে ধ-ধূপ অম্বরে

পারে কি রোধিতে কেহ গতি তা'র ?

তবে কেন বৃথা মই, কহিছ এক্রূপ ?

যাহে পারি ধরিবারে প্রাণ

করহ বিধান তা'র,

ছুটিবারে চাহে প্রাণ

বাধা নাহি মানে !

পাগল করেছে মোরে

নয়নের বাণে ।

ভিলো ।

পৈর্য্য ধর মই

বাঁধ প্রাণ—যুচিবে এ চিত্তের বিকার ।

উর্কশী ।

কা'র প্রাণ বাঁধিব লো সই ?

প্রাণ যদি হ'ত মোর বাঁধিতাম তা'রে ।

কিন্তু প্রাণত আমার

নিয়ে গেছে চুরি ক'রে প্রাণচোর ।

এবে চায় প্রাণ

বাইতে সেণায় উধাও হ'য়ে ।

আমাতে কি আমি আছি আর ?

কারা মাত্র আছে হেণা

প্রাণ গেছে প্রাণধন পাশে ।

ভিলো ।

শাস্ত হও সই,

ঐ বুঝি আসে চিত্রসেন ।

( চিত্রসেনের প্রবেশ )

চিত্র ।

হে উর্কশি,

আইছু তোমার স্থানে দেবেশ আদেশে ;

এবে সাধিতে হইবে প্রয়োজন তাঁর ।

উর্কশী ।

কহ দেব

আদেশ তাঁহার,

অনশ্রু তাঁহার আজ্ঞা করিব পালন ।

উর্কশী যে চিরদাসী তাঁর ।

চিত্র ।

শোন বরাননে,

আজি নৃত্য কালে,

হেরেছিলে যেই মহাবলে

দেবেজের পাশে,

পুত্র তিনি সুরেন্দ্রের,  
 নাম তাঁর ধনঞ্জয়—তৃতীয় পাণ্ডব ;  
 নরনারায়ণরূপে জনমিল। মহীতলে ।  
 লভি' দিব্যাস্ত্র দেবগণ পাশে'  
 এবে তিনি রাজিছেন ইন্দ্রসনে ।  
 আজি এ নিশায় তুমি ভজিবে তাঁহার—  
 ইহাই দেবেশ-বাঞ্ছা ।  
 বিচিত্র ভূষণে হইয়া ভূষিতা  
 মনোবাঞ্ছা করত পূরণ ;  
 মিলনে তোমার হ'বে ধরার মঙ্গল ।  
 যাও চন্দ্রাননে— যাই আমি নিজস্থানে ।  
 ( প্রস্থান )

উর্ধ্বশী ।

( স্বগত ) একি স্বপ্ন !

অথবা কি দৈববাণী ?  
 এতই কি ভাগ্যবতী আমি ?  
 পূর্ণ কি হইবে আশা ?  
 দক্ষ প্রাণে ঢালিলরে আজ  
 অশীতল বারি !  
 অথবা কি আশা মান্নাবিনী  
 পাতিল এ মায়া ফাঁদ ?  
 আকুলি ব্যাকুলি করিছে শাপ.  
 কিছুই বুঝিতে নারি ।

তিলে । বলি, আর কেন চুপ্ ক'রে রইলে ? পুরস্কার পাব  
 কি ? ঢেলা ফেলার কড়ি এখনই দিয়ে যা'বে কি ? নূতন



নাগর পে'য়ে শেষে কি কিছু মনে থাকবে ?

উর্বশী । কেনে সই, মনাগুন

আলাও দ্বিগুণ ?

তিলো । এখন মনাগুন নয়, এখন যে প্রেমের আগুন দ্বিগুণ  
জ্বলবে, আর তা'তে মদন রাজা হোম করবে। চল, এখন  
সাজিয়ে গুলিয়ে দেইগে ।

উর্বশীর গীত ।

চলিতে চরণ চাহেনা সই অবশ পরাণ ।

বুকে দুর্-দুর্- প্রাণে ছড়-ছড়,

বাকুলিত হ'ল মন ।

সাধ করে সই চলি ছুটে, লাজে গরি মাথা কুটে,

প্রাণের মাঝেতে সখি, করে লো কেমন ।

( উভয়ের প্রস্থান )

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

( ইজলাল—প্রকোষ্ঠ )

অর্জুন । কি ভয়ঙ্কর অতীতের স্মৃতি !

সেই সব কথা জাগিলে হৃদয়ে

প্রাণের ভিতরে যেন বহে ঘোর ঝড় ।

হায় ! বৈজয়ন্ত ধামে—

নিত্যশান্তিময় সুরপুরে,

সুরগতি সনে যাগিতেছি কাল  
 অনন্ত সুখের স্রোতে ।  
 বিলাস কানন—নন্দন বন,  
 অঙ্গের ভূষণ—পারিজাত,  
 কোটিচন্দ্র জিনি' রূপ যাহাদের  
 সেই অনিন্দিতা রূপবতী  
 অঙ্গরা নিকর  
 তোষে মন নৃত্যগীত দানে ।  
 আর পাণ্ডুপুত্রগণ ?  
 অহো ! ঘৃণিত নারকী আমি—  
 নরকের বিষ্ঠাকীট আমি !  
 অনন্ত রৌরবে মোর নাহি হবে স্থান—  
 পাণ্ডুপুত্রগণ—গহন কাননে,  
 বৃক্ষতলে, ধূলিশয্যা'পরে,  
 ফল মূল্যহারে যাগি' কাল  
 আছে পথ পানে চেয়ে মোর তরে !  
 পাঞ্চালীর নেত্রনীরে ভাসিছে ধরণী !  
 আর আমি—এ বিলাস ভোগে  
 কাটাইছি কাল সুরলোকে ?  
 ধিক্ মোরে ধিক্ !  
 ( সচকিতে ) ওকি !  
 সহস্র বীণার ঝঙ্কার যেন  
 হ'রে একত্রিত—পশিছে শ্রবণে ।  
 কোথা হ'তে আসে এ মধুর তান ?

এ আবার কোন্ গ্রাহলিকা !

দেখি ক্ষণকাল—

( গাইতে গাইতে উর্কশীর প্রবেশ )

গীত ।

পরানে উধাও হ'য়ে উধাও প্রাণে ছু'টে আসি ।

হৃদয়ের বড় আশা, প্রেম পিপাসা—

বিধুমুখে মধুর হাসি ।

তুলিয়ে বদনখানি, হৃদয়মনি,

চাওনা ফিরে দাসীর পানে,

পড়েছে পরাণ বাঁধা, আর কি বাধা, কভু মানে—

( টানে প্রাণ জোর টানে দিয়ে গলে প্রেমফাঁসি )

অর্জুন ।

কে তুমি লো রূপবতি ?

ভুবন উজল করি রূপের ছটায়,

কি হেতু ফিরিছ হেথা এই নিশাকালে ?

উর্কশী ।

শোন ধনঞ্জয়,

উর্কশী আমার নাম ,

জনম অপ্সরা কূলে !

হে বীরেন্দ্র, ইন্দ্রাদেশে এবে

আসিয়াছি হেথা

ভজিতে তোমারে আজি নিশাকালে ।

হে প্রিয়দর্শন,

বাহা মম করহ পূরণ—

ও নয়ননাথে হরিস্নান প্রাণ মন  
নৃত্যসভা মাঝে ।

অর্জুন । হি-ছি ! হে স্তম্ভরি !  
না ভাবিও হেন,  
না আনিও হেন কথা বুধে ।  
সম পিতৃকুল অবতঃশ,  
পূর্ব পূর্ব মহাজনভোগ্যা তুমি,  
তাই উৎসুক নয়নে  
হেরিছ তোমার নৃত্যসভামাঝে ।  
দেবারাধ্যা তুমি, ধনি,  
পরম আরাধ্যা মোর !  
কেনলো ললনে !  
করিছ ছলনা দাসে ?

উর্ধ্বশী । হে প্রিয়দর্শন !  
এই কি হে প্রেমিক-হৃদয় ?  
এই কি হে প্রণয়ের রীতি ?

গীত ।

পীরিতির রীতি বঁধু ইহা কি ?  
অবলা পাইয়ে এতভাল কি ?  
চুপি' চুপি' লুকি' লুকি' প্রাণ চুরি করিয়া  
ধরতে গেলে পালাও বঁধু ছুটিয়া ধাইয়া—  
নিঠুর বঁধুয়া,

নারীর প্রাণে এত সহে কি —

এই কি বঁধু ভালবাসা আ-ছি-ছি-ছি-ছি !

অর্জুন ।

হায় ! হায় !

এ আবার কোন্ প্রহেলিকা !

হে মহেশ !

এ আবার কোন্ খেলা খেলাইছ প্রভো !

দক্ষ হ'লু বৃকি ।

হে উর্কশি,

ক্ষমাকর দাসে—কেন ভাব হেন ?

আমি গো অধম মানব

তুমি পূজ্যা মম ।

মাতৃসম মানি গো তোমার ।

যে অনলে দহিতেছে মন

আর জালা তার উপরে দিওনা কখন ।

উর্কশী ।

ছি-ছি বঁধু

এ কি রীতি তব ?

ও নবযৌবন চাক্রদেহ খানি,

স্বজিলা কি নিধি যাইতে নিফলে

হেন নিশা কালে ?

দাসী আমি তব—কেন হও বান ?

পূর্ণকর মনকাম যোর ।

তুমি প্রভু—আমি হে কিকরী

তুমি শূর্য—আমি পঙ্কজিনী,

তুমি মায়—আমি বটে রতি  
 তুমি আলো—আমি হে আঁধার ।  
 তুমি অলি—আমি ত কুমুম  
 তুমি যেন—আমি হে চাতকী  
 তুমি রাজা—আমি রাণী,  
 কিঙ্করীকে কেন পায় ঠেলিছ প্রাণেশ !  
 এগ হে মিলন সূত্রে বধি এ রজনী ।

### গীত ।

আমি দাসী প্রেমপিয়াগী, কেন বঁধু ঠেল পায় ।  
 কাছে এসে হেসে' হেসে' জুড়াও এই তাপিত কায় ।  
 ভরা গাঙ্গে চেউ উঠেছে বাঁধন ভেঙ্গে' ধায়,  
 নতুন ডালে ফুল ফুটেছে সুবাসে মাতায় —  
 আর সখা দিয়ে দাগা কাঁদাও কেন অবলায় ।

অর্জুন । ( কাঁপিতে কাঁপিতে )

অহো ! ভয় হ'ল বুঝি !

চতুর্দিকে বিষম অনল হ'ল প্রজ্জ্বলিত,

বাড়াইছে লক্ লক্ শিখা ।

কোথা যাই—কোথা যাই ?

কে আছে কোথায় রক্ষা কর যোয়ে ।

ঐ—ঐ পুনঃ ,

হানিতে আসিছে তীক্ষ্ণ শর ।

হারাইলু প্রাণ - হারাইলু প্রাণ !

রক্ষাকর মোরে—রক্ষাকর মোরে ।

উর্ধ্বশি ! উর্ধ্বশি !

মাতা তুমি মোর —

কুন্তী সম পূজি তোমা হৃদয় মন্দিরে ।

ক্ষমা কর দাসে,

ঢেকে ফেল তন লক্ষ লক্ষ শিখা !

ধরি পার—তন্নীভূত করিওনা আর !

( অন্ততাবে ) আর নাহি পারি তিষ্ঠিতে হেথার ,

ডুবিসাম বুঝি অনন্ত নরকে !

অনন্ত অনলে যেন দহিছে পারণ !

হে দেবেন্দ্র !

পিতা ! পিতা ! কোথা তুমি এবে ,

হের পুত্র তব আজ,

হারাইছে প্রাণ পিশাচিনী করে ।

( অন্ততাবে ) আরে রে পিশাচি ,

দূর হও সন্মুখ হইতে মোর ।

আরে রে কামুকা ! আরে রে পাপিনি !

যুগে যুগে বিস্তারিয়া কুহকের ঝাঁদ,

করেছিস্ সর্বনাশ কত মহাজনে

পাপের অতল গর্ভে ডুবিয়েছিস্ কত শত জীব

তবুও কি মিটিল না সাধ ?

তবুও কি পাপশিখা তোর

নিভিলনা কভু ?

পুনঃ কহি—বা ঘরা করে,

( ৩য় গঃ )

পার্থ-পরাক্রম ।

পাণ্ডবের বাগভূমি, নহে গণিকার ক্রীড়াঙ্গণ,  
দূর-হ পাপিণি—দূর-হ রাক্ষসি—

( পুষ্পবৃষ্টি )

উর্কশী ।

আরে নরাদম,

সামান্য মানব হ'য়ে এত অহংকার ?

দেবকুলে কর অবহেলা ?

আইলু হেথায় আমি

পিতার আদেশে তব,

নিজ হ'তে ঘাচিলাম রতিসুখ !

মাতিয়া গরবে সব বিদলিলে পায় !

ভাল, উপযুক্ত ফল লভ এইবার,

মন অভিলাষে,

ক্রৌব হ'য়ে কাট কাল অবনীমণ্ডলে,

জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে

ভূধর-কন্দরে কিংবা জলধি-গরভে—

কোথাও না পাইবে নিস্তার

উর্কশীর অভিলাষ হ'তে ।

নেত্রাগারে ভাস্কর মেদিনী,

হৃদয়ের শাস্তি-সুখ মা'ক রসাতলে,

চিরঅস্থিরতানলে পুড়ুক পরাগ,

অশান্তির শতশিখা ঘেরুক চৌদিকে,

অনুতাপে পরিতাপে দহুক জীবন !

বাক্য মম না হবে অজ্ঞাধা ।

( বেগে প্রস্থান )



অর্জুন ।

ধোর বিপদ তরঙ্গমালা !

এক যায় আর আসে ;

উর্দ্ধশীর অভিশাপ না হবে বিফল,

লভিব ক্লীবত্ব এবে !

হে গিভো ! অর্জুনের ডালে

আর কত গিথিয়াছ তুমি

জানিব কেমনে ?

নিতান্ত নারকী আমি,

তাই ভাগ্যে মোর অনন্ত যন্ত্রণা !

অভাগার হুঃখ-বিভাবম্বী

কবে যে প্রভাত হবে

বলিব কেমনে ?

( বেগে ইজের প্রবেশ )

ইজ ।

বৎস রে, শত্রু তুই মোর !

কীর্তি তব ঘোষিবে জগত

অনন্ত কালের তরে ।

চিহ্নগেন পাশে শুনিয়াছি সব কথা !

তাই আসিয়াছি হেথা,

করিবারে আলিঙ্গন প্রেমভরে ।

আনন্দে নাচিছে গ্রাম আজ,

শত্রু আমি—তেঁই তুই মোর

পুত্ররূপে অবতীর্ণ অবনীতে

বাড়াইতে মান মোর ।

উৎকট কাকন ফেলিলে অনলে

হয় দ্বিগুণ উজল,  
 তথা তুই আজ উজলিলি ত্রিভুবন ।  
 উর্কশীর অভিশাপে হ'য়োনা ব্যথিত বাপ !  
 হইবে মঙ্গল তাম ।  
 ত্রয়োদশ বর্ষে, যবে বনবাসে  
 করিবে অজ্ঞাত বাস,  
 সেই একবর্ষ থাকিলে ক্লীবঙ্ঘ লভি'—  
 করিবে বিবাহ ।  
 সেই বর্ষ অস্ত্রে ঘুচিলে ক্লীবঙ্ঘ তব ।  
 এবে লভরে বিশ্রাম,  
 কল্যা পাঠাইব তোমা  
 হেরিবারে মপ্ত-স্বর্গ ।

অর্জুন ।

পিতা ! পিতা !  
 তব চরণ প্রসাদে,  
 কত জ্ঞান লভিল এ দাস সংখ্যা নাই তার ।  
 অধম মানব আমি  
 তেঁই মোহজালে পড়ি'  
 মঙ্গলেও ভাবি অমঙ্গল ।  
 এনে মর্ত্যভূমে, পাঠাও দামোরে  
 আছে পাণ্ডুপুত্রগণ পথপানে চেয়ে ।  
 সম অদর্শনে মৃত্যুর আছে সবে

ইন্দ্র ।

না—বাছা—না কহিও হেন !  
 না ভাবিও পাণ্ডব-ভাবনা ।  
 আসিবে দোমশ ধরি

কালি মম স্থানে,  
 পাঠাইন তা'রে ধর্মরাজ পাশে  
 বলিতে বারতা তব ।  
 এবে রহ'কিছুকাল হেথা  
 লভ সব জ্ঞান ।  
 করহ বিশ্রাম এনে,  
 যাই আমি লভিগে বিরাম ।

( দুইদিকে দুইজনের প্রস্থান )

### চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

নিবাতকবচের প্রাসাদগম্মখীন রাজপথ )

( ফুলওয়ালীগণের প্রবেশ )

### গীত ।

এমন প্রাণহরা বনফুলের মালা গাঁথেছি বাহার !

বাহবা-বাবা, বড় সজাদার ।

সদ্যফোটা বনের ফুল, ছোয়নি অলি দেয়নি ছল,

( বাগে ) পাগল করে প্রাণ, করে সুখার ধার

পাপ্‌ড়ীতে এর মধু ঝড়ে, কত চোরা বাঁধা পড়ে,

ফুর-ফুর-ফুর-ফুর,

( মলয় ) ছড়ায় মধু তা'রা

গন্ধ পেয়ে অন্ধ হ'য়ে, গনচোরা ছুটছে ধে'রে,  
 প্রেমেতে নিভোর  
 ( হ'য়ে ) পরে প্রেম-হার ।

( গ্রহান )

( অর্জুন ও মাতলীর প্রবেশ )

অর্জুন । হে মাতলি,  
 পিতার নির্দেশ মত,  
 সপ্ত-বর্গ সমালম্ব করি' গ্রন্থাঙ্গণ  
 আইলাম কালকেষর  
 নিবাতকবচ-দেখে ।  
 কিন্তু কোথা সেই পিতৃজ্যোতী দৈত্যাদম ?  
 শান্তি দিতে সেই পাপাচারে  
 নাচিতেছে অশ্রুতো দমনীভিতরে ।

মাতলী । হে বীরেন্দ্র !  
 এখনও শোন কথা মোর ।  
 মহাবলীরান নিবাতকবচ  
 পরাজিত দেবসেনা বাহার প্রতাপে ।  
 একাকী তুমি দমিবে কেমনে তা'রে ?  
 এবে পাঠাও বারতা দেবেজের পাশে;  
 নিয়ে দেবসেনা  
 করিও সমর নিবাতকবচ সহ ।

অর্জুন । হি - হি তীরে ।  
 না ভাবিও হেন ।

এবে বল, কোথা সেই দৈত্যাদম ।

মাতলি ।      ঐ-ঐ বুঝি পার্থ !

ভঙ্কারিয়া ভৈরব নিনাদে

আসিতেছে নিবাত কবচ ।

হও হে প্রস্তুত শত্রুমৃত ।

( সৈন্তগণ সহ নিবাতকবচের প্রবেশ )

নিবাত ।      দাঁড়ারে দুর্শ্রুতি মানব !

পিপীলিকামত সাধ

পাখা পে'য়ে, উড়িতে আকাশে ?

যাঁহার প্রতাপে স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ড,

জাসিত অস্তর সদা দেবকুল,

তঁার সনে সাধে বাস

হীনজন্ম ধরান্ মানব ?

অহো ! কি ছরাণা !

মণ্ডুকে বাসনা করে পরাজিত অহি,

সামান্ত শফরী চাহে জ্বিনিতে নক্রেরে,

মেঘ চাহে শৃঙ্গ-বলে

উপারিতে হুর্ভেদ্য ভূধর !

ছি-ছি স্বর্ণায় পুরিল প্রাণ !

ভুবনবিজয়ী দৈত্যবীর নিবাতকবচ

পরাজিয়া অরুগণে

যুঝিবেক আজি রণে মানবের সনে ?

এ হুঃখ রাখিতে ঠাই নাই ভূমণ্ডলে !

হা-রে তরুর—হা-রে অধম !

আর কিরে পাইবি নিস্তার ?

মানব-জীবন-সাধ ঘুচিল এমায়,

এখনি পাঠাব তোরে কৃতান্তমদন ।

অর্জুন ।

শোন দৈত্যাদয় !

নহে ইহা রমণী হৃদয়—তুনিয়া তর্কজন তোম

হইবেক ভীত !

ও সব আশ্পর্শ কেন দেখাও অর্জুনে ?

হেন আশ্ফালন দেখাইও

দৈত্যবালাগণ পাশে ।

সুরজিৎ বলি কেন আর কর আড়ম্বর ?

এখনি পরীক্ষা হবে,

হওরে প্রস্তুত ।

( উভয়ের যুদ্ধ )

মাতলি, মাতলি,

বাজিয়াছে বৃকে বড় শেলাঘাত !

ভীষণ, দুর্দর্শ এই দৈত্যবীর,

পরাজিতে নাহি পারি ।

কহ এবে কি করি বিধান ?

কুৎকারে জালিলে সামান্য অনল,

ধরিলে সে গৃহবস্ত্র যথাগরজে ভীষণ,

তথা এই দৈত্যসনে বাধাইয়া রণ

ঘটাত্ত প্রমাদ !

কহ বুক্তি উপযুক্ত যোবা হয় ।

বিষম ভুজঙ্গবাসে :

করিয়াছি হস্তক্ষেপ !

মাতলি । হে পাণ্ডব !

এই হেতু করেছিহু নিবারণ ।

এবে কর এক কাজ—

লভিয়াছ যেই অস্ত্র মহেশের পাশে

মহেশে স্মরিয়া,

হান সেই অস্ত্র এই দৈত্যের উপর ।

ইহা ভিন্ন আর যুক্তি নাই !

এ মহীমণ্ডলে

তুমিই সক্ষম শুধু

নিক্ষেপিতে সেই অস্ত্র পাণ্ডপত ।

হে বিভৎস ! তেঁই কহি পুনঃ,

বধ সেই ভীম অস্ত্রে এই দৈত্যাধমে,

রাখহ শাস্তি: কীর্তি এই ভূমণ্ডলে !

অর্জুন । ভাল কথা করা'লে স্মরণ !

হে শঙ্কর, এসময় হইও দাসে ।

( পাণ্ডপত অস্ত্র গ্রহণ )

নিবাত । একি বীরবর !

ঘুচিল কি অয়াশা এবার ?

অর্জুন । ওরে মূঢ় !

প্রতিবল লভয়ে এবার —

বুদ্ধ ও পাণ্ডপত অস্ত্র নিক্ষেপ

ও নিবাতকবচের সূত্রে )

মাতলি । হে অর্জুন !

অক্ষয় কীর্তি আজ রাখিলে ধরায়  
বিনাশিয়া এই মহাবল দেবজাগ  
নিবাতকবচে ।

নিঃশঙ্ক হইল দেবকুল  
লভিলে শাস্তকীর্তি অবনীমণ্ডলে ।

চল এবে বীর ,  
আনন্দে সুরেন্দ্র দিবে আলিঙ্গন  
তোমা'হেন নন্দনেয়ে ।

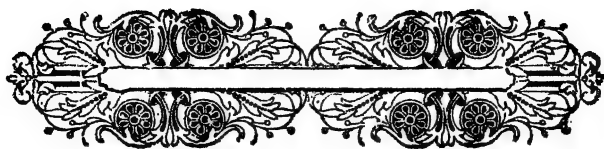
নেপথ্যে । ধনু ধনু পার্শ্ব মহারথ !  
ত্রিদিবের জাগ আজ ঘুটাইলে বাহুবলে ।  
যতদিন রবিশশী থাকিবে ধরায়  
ততদিন গাবে তব এ বিজয় গাঁথা ।  
যাও ঘরে আশীর্বাদ করে দেবগণ  
পাণ্ডপত অস্ত্র কভু করোনা ক্ষেপণ  
মানবের'পর ।

( পুষ্পবৃষ্টি )

মাতলি । আশীসিছে দেবগণ,  
করিছেন পুষ্পবৃষ্টি !  
ধনু তুমি বীর ধনঞ্জয় !  
চল এবে ইন্দ্রপুরে ।

( প্রস্থান )





## চতুর্থ অঙ্ক ।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

( হস্তিনাপুর - রাজকক্ষ )

দ্রুশাসন, শকুনি ও বিদূষক ।

শকুনি । ( দ্রুশাসনের প্রতি ) বাবাজি হে ! এই যে অতুল  
সুখ-সম্পদ ইহার এখনও পূর্ববিকাশ হয়নি । একটু  
বাকী আছে !

বিদু । হুঁ — এক-টু-উ বা-কী আছে । তা' কি জান ? এই  
অতুল ঐশ্বর্যের আসল মূল্যধার এই মানাজির পোঁদে  
একটা বাঁশ দ্বিমে প্রকাণ্ড রাজপথে বসিয়ে রাখ ;  
বাবাজিকে যে কেউ টের পে'লনা, এমন মানিক কেউ  
চিনলে না !

শকুনি । চুপ কর নির্বোধ ব্রাহ্মণ ।

বিদু । আঃ ।

দ্রুশাসন । পূর্ণ সুখের কি বাকী রইল মামা !

শকুনি । হা-হে বাবাজি শত্রুপক্ষ যদি এইসব না দেখলো—  
তা'দের চোখ যদি না জ্বললো, তবেইতো মজাটা আর  
হলোনা ।

বিদু। বা — বা — বা ! এইবার পূর্ণাহতি ! সোনার  
সোহাগা হ'বে !

দ্রুশা। ঠিক বলেছে মামা ! এখন কি কত্তে হ'বে ? আহা  
মামা ! তুমি না হ'লে ত আর বুদ্ধি জোটেনা !

বিদু। ঠিক বলেছ ভায়া ! মামা আমাদের বুদ্ধির সাক্ষ্য  
ভারত মহাগগর। মামার পেটে কতই না বুদ্ধির  
ছালা আছে ! মামা ঠাকুর ! একবার দয়া ক'রে  
ছালা না হউক অন্ততঃ একটা ছেঁড়া থ'লে দিলেও  
বেঁচে' বাই ।

শকুনি ! মুখ সামলিয়ে কথা বলিস্ !

বিদু। আঃ খেপ কেন মামা ঠাকুর ?

শকুনি। ঐ মহারাজ আস্ছেন । তাঁহাকে সব বুদ্ধিরে বল ।  
এরপর যা'হয় পরামর্শ দেব ।

( দুর্যোধনের প্রবেশ )

দুর্যো। মামা ! সফল সকল কাম এবে  
তোমার কুপার ।

তব বুদ্ধিবলে অতুল বিভব আজি  
ভূঞ্জে দুর্যোধন ।

• কিসে তুমি তোমারে মামা,  
ভে'বে স্থির নাহি পাই ।

শকুনি। মামার কি সাধ আর ?

মামার সাধ—তোমার ঐশ্বর্য শুধু ।

অধে র'লে তুমি

মামা ভাসে অধের পাখারে ।

বিদু। আহা! আমার প্রকৃতই নিঃস্বার্থ ভালবাসা—নিখুঁত  
 প্রেম! মামা যত্ন গৃহে নাস্তি শ্রালকচ্চ ন বিদ্যাতে,  
 অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ । অর্থাৎ বা'র  
 ঘরে মামা বা শ্রালা নেই, তা'র গৃহ ত্যাগ করিয়া বনে  
 যাওয়াই ভাল ।

স্বঃশী। শোন দাদা,  
 এবে এক ভাল কথা कहিলেন মামা,—  
 অতুল ঐশ্বর্য্যমুখ ভূজিতেছি মোরা,  
 কিন্তু এ ঐশ্বর্য্য—এ বিভব  
 না দেখিল শত্রুপক্ষ;  
 এবে করি' বৃত্তি মামাসনে করহ বিধান,  
 মোদের সম্পদরাজি  
 দেখাইতে পাওবেয়ে ।

স্বঃযো। ধন্ত মামা তুমি !  
 উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ মামা ।  
 কহ এবে কিরূপে হইবে  
 উদ্দেশ্য সকল ?

শকুনি। শোন বাছা মম উপদেশ ।  
 শুনিলে এসব কথা অন্ধরাজ  
 নিশ্চয় ঘটাবে বাধা ।  
 এবে পাওব সকল  
 কাম্যমানে করিছে বগতি,  
 যু'রে কি'রে প্রভাস তীরেতে ।  
 ঘোষবাজা—শাস্ত্রের বিধান—

রাজার কর্তব্য সদা ।

ঘোষযাত্রাকথা ব'লে অকুবাজ পাশে

চল গবে প্রভাগতীরেতে

লইয়ে সবারে ।

নবনারী অনুচর আছে বহু কুরুপুরে

ল'য়ে সবে কর যাত্রা ।

গিদ্ধ হ'লে নাক্ষত্রী ভব ।

দ্রাব্য ।      নগিনীনি বুজি মামা ।

তে বসন্ত যাও তুমি—

কুরুপুরে - দার ঘরে

এ সংবাদ কব বিবোধিত

বিদু      অবশেষে এই তেব'রা গি'নার ভাব ১ ৬ গে' আর ৭

আমার ঘাড়ে । তথাও রাজা—তবে আ'ম ম'—। ক'—।

“দব্য দ্বীপূর্ণকৃত্য” — হ'ল দুর্গা দুর্গা ।

। বিদুষকৈব প ৪৫।

দ্রাব্য ।      মামা : নাচছে । ন'গ ধ'ন

অ'হা কি'না, ক্রি মামা খাটাই'শ আ'জ ।

না রহিলে তুমি

মুহুর্তেই কুরুপুরে যায় বসতি ।

দ্রাব্য ।      দ্রঃশাসন ।

সাজাও টৈনিকগণে

কহ গবে কুরুপুরে—

ধনবস্ত্র অলঙ্কারে হ'তে বিভূষিত ।

যাই—আমি পিতার মদনে

লইবারে অনুমতি ।

( দুর্যোধনের প্রস্থান )

হঃশা ।      মানা চল তবে,  
ইচ্ছা হয় কাঁধে নিয়ে তোনা  
নাচি নিশিদিন ।  
চল এবিধে করিগে উদযোগ ।

( প্রস্থান )

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

( বিদূষকের বাটীর সম্মুখ )

( তীর্থযাত্রী-সমগীর্ণের প্রবেশ ) ।

গীত ।

আমরা তীর্থে যে'তে গেজেছি ।

পরিয়ে গেড়ুয়া বসন, ত্য'জে ভূষণ

ঝুলী কাঁধে নিয়েছি ।

এটেছি কোমরে বাঁধ, আর কভুনা পাতবো কাঁদ

টিপ্‌না কেটে, ঐ ললাটে, গঙ্গামাটি দিয়েছি ।

ছেড়েছি মুচ্‌কি হাসি, প্রেমকাঁসি

তুলসী মালা লয়েছি ।

চাইবনা আড়নয়নে, গুরুনাম স্পর্শি মনে,

জোছনালোকে, ফুলবাগানে, যাবনা দিব্যি ক'রেছি,

এখন অন্ন রাখে শ্রীরাধে ব'লে

তপস্বিনী হ'য়েছি ।

( লাঠী হাতে বেগে বিদূষকের প্রবেশ )

বিদু। দাঁড়া মাগীরা দাঁড়া ! আজ লাঠিয়ে তীর্থ যাত্রার মজাটা দেখানো । ( লাঠী হাঁকান ) ।

রমণীগণ । ওলো বামুন খেপে'ছে । চল্‌ ছুটে পালাই ।

( নারীগণের প্রস্থান )

বিদু। আপদ গেল ! আমার বাড়ীতে যেন বিয়ের নূতন বর এসেছে ! দিন নেই, রাত নেই, কেবল বেটা আর বেটীরা আসছে আর যাচ্ছে ! জালাতন ক'রে ধে'লে ! এ বলে 'আমায় নিয়ে যাও', ও বলে 'আমায় নিয়ে যাও' আমি যেন সবার বৈতরণীর ঘাঁড় ! ( সচকিতে ) ওটা আবার কে ? আঃ—

( গাইতে২ শ্রীহট্টদেশীয় জনৈক তীর্থযাত্রীর প্রবেশ )

গীত ।

( ওরে ) ছল্‌না বাই, থে থে যা'বি খীর্ন্ত পরিতে,  
রাজার গইঙ্গেথে ।

জুয়ান, বুয়া, মাইয়া, ফুত, চুর, চুট্টা, আর হাড়ুর স্তত,  
থারুর মানা নাইকো যেতে ।

লাগবেনা বাই ঠাখা খরি, থাইতে কাবে ফেট বরি,  
হাড়ুর সঙ্গ ফারবি খন্তে ।

তীর্থ-যাত্রী । ঠাণ্ডা খর্ভা ! ফেরান খরি । মইঙ্গে খরি খীর্ভে  
লইয়া বাইবেন নি ?

বিদু । কি জালা ! কোথাকার মরা কোথায় এ'সে মরে ।

তী—যা । ঠাউরখর্ভারে অত রাগত্ দেহা যায় খেরে ।

বিদু । তা' তীর্থে যে'তে হয় যানি, এখানে মত্তে এলি কেন ।

তী—যা । খর্ভার তো ময়রাজের মন্ত বান্দব—এহেবারে  
ইন্সাকনের ঠেকা । খর্ভার দয়া অইলেই তো গরীব বাইছ  
যায় । খর্ভার মনে খইলৈ খিনা অইত ফারে ? খর্ভার মনে  
খইলৈ আশীবছরে দিয়া অইত ফারে, জাতি ব্যাদ উইডা  
বাইখ ফারে, গরের মাউগে বাপ্ ডাখ্খো ফারে, বিদবার  
ছাইলা অইখো ফারে, এই গরু আরাইলে পা'ও ফাওরা  
বাইখো ফারে ।

বিদু । নে'র-হ বেটা ছিলোটে ভুত ! নে'র-হ এখান খে'কে ।

তী—যা । ধা, ছিলট্টা ভুত খইয়া অথ ছোট্ ফাট্ খর খেরে ।  
আমাগো ছিলট্টা খি একঠা খম্ দ্যাশ এহন খো খলিখাল  
কড়বে ; খলিখালে যে বাঙ্গলা দ্যাশ পর্যন্ত দীরে দীরে  
আমাগো ছিলট্টা গামিল আইয়া আগামে বাইবে । ছিলট্টা  
ছিলট্টা নইলে ঠাউা খর, আর রাজা রাজা খমলা খাওয়ার  
বেলায় খো খুব কার !

বিদু । ( স্বগতঃ ) কি গেরো ! ( প্রকাশ্যে ) আজ্জা বা  
এখন । তোকে নিয়ে যাবো ।

তী—যা । এইবার খর্ভা কতে আইসো । আমরা অনেক  
অনেক দ্যাশ গুরি, ডের ডের লুখ দেহি ।

( অস্থান )

বিদু। রক্ষে পেলেন! বাম দিগে অর ছাড়লো! “পড়িলে  
তেড়ার শূন্যে ভাঙে হীরার ধার” ব্যাপার কিছু সেইরূপই  
হ’য়ে উঠেছিল। ঐ আবার আসছেন গিন্নী, আবার না  
জানি কোন্ কৈফিয়ত দিতে হয় —

( ব্রাহ্মণীর প্রবেশ )

ব্রাহ্মণী। ওগো, আমিও যা’ব।

বিদু। আমলো মাগী! তুই আবার কোথা বাবি?

ব্রাহ্মণী। কেন রাজার সঙ্গে ভীর্থে!

বিদু। ওলো, গ্রাণ-গেরসী! তা’ কিছুতে-ই পারবোনা।

ব্রাহ্মণী। কেন?

বিদু। ও বাবা! সেখা লোকের যে ছড়োছড়ি, দৌড়দৌড়ি।  
অতবড় গোলে তোকে ত সবনাই তিল্ তিল্ ক’রেই  
চু’রে ফেলবে; শেষে কি আমি উত্তরী গলার দিগে  
ঘারে ঘারে ফিরবো?

ব্রাহ্মণী। না—আমি যানই। তুমিকেন নিষেধ কচ্ছে!

অ্যা — অ্যা — অ্যা ( ক্রন্দন )

বিদু। আঃ! কি বেতাল! বেনুরো অংলা পাহাড়ী ক্রপদ  
চৌতাল মিশ্রিত বদ আওয়াজ! ভাত ওলো ও যে  
ইজম হ’বেনা? ওগো, থা-ম গো থা-ম। তোমার  
শ্রীচরণে দণ্ডবৎ, একবার থামো।

ব্রাহ্মণী। তবে বলো, আমার নিগে যা’বে!

বিদু। গিন্নি, ঘরে বসেই ত ঢের পুণ্য সঞ্চয় করছ, আবার  
ঘরের বেগ হ’তে চাও কেন? পুণ্য যে পেলে কাজিল  
হ’য়ে পড়বে!



ব্রাহ্মণী । হাঁ—যাবো-ই ।

বিদু । একান্তই প্রাণেশ্বর, যা'বে যদি যাও ! ( স্বগত )  
 তীর্থের নামে মাগীগুল যেন ক্ষেপে উঠে ! ( প্রকাশে )  
 তা, ভিজ্জেস্ করি বামনী ঠাকরন । তীর্থত যা'বে,  
 এখন দোলা পাই কোথা ? এ হেন বপু ধরে, এমন  
 দোলা তো আর ফরমাস্ না দিলে মিলবে না !

আচ্ছা দেখ, নাগরদোলার ব'সে যেতে পারবে কি ?

ব্রাহ্মণী । কেন, তুমি কাঁধে নিয়ে যেতে পারবে না ?

বিদু । তা' মানিনীরা অহুমতি করলে কাঁধে কেন, আজ  
 কাল্‌কার দিনের মিজেরা মাথার ক'রে নিতেও প্রস্তুত !  
 তবে সোণার চাঁদ, এ গরীব সে বিষয়ে কিছু নাচার !  
 তা'হ'লে যে পাষণ চাপা হ'তে হ'বে ! একেবারেই কংশ  
 বধ !

ব্রাহ্মণী । তা' থাক্ । আচ্ছা রাজবাড়ী থে'কে কে কে বাবেন ?

বিদু । একবারে কাঠাম শুদ্ধ সব ! কুকুর বেড়াল পর্য্যন্ত !

ব্রাহ্মণী । তবে যে দেখছি ব্যাপার বিরাট্ !

বিদু । কাঠুরেরাও ভয়ে কাট্ছে কাঠ ।

ব্রাহ্মণী । কেন ?

বিদু । আরে বোকি ! তীর্থ হ'তে কি আর সকলেই গুণোর  
 আহাজ নিয়ে সজ্জানে শশরীরে ফিরবেন ? তবে আর  
 তীর্থের সাহায্য কি, যদি না জল্‌গো চিতের দি ? এক  
 একটা তীর্থযাত্রা পড়ে, আর চিত্রগুপ্তের খাটুনি বাড়ে !  
 তা'হ'ক্, এখন চল—সরেচল । বাঁমা টোমা দিয়ে শরীরটা

নে'জে শু'জে সব ঠিকঠাক করগে । আর আমিও একটু  
খাটে পড়িগে ।

( গ্রন্থান )

তৃতীয় গর্ভাক্ষ ।

( প্রভাস তীর্থ )

( তীর্থস্থবতীগণের প্রবেশ )

গীত ।

চল্লো খে'য়ে আসি নে'য়ে গাঙ্গের কিনারায়,

ঐ দেখ জোয়ার ব'য়ে যায় ।

উজান বে'য়ে লাগে তরী ঘাটের কিনারায়,

বিষম লেঠা জুট্বে লো গই ঘট্বে শেষে দায়,

ওলো হন্থনিয়ে আয় ।

ভরা কলগী নিয়ে কাকে জলদ্ ছু'টে আয়,

মিসেরা সব হাঁ করিয়ে মুখের পানে চায়,

ওলো হন্থনিয়ে আয় ।

কুলবধু নদীর কূলে জল আনিতে যায়,

ঘোমটাতলে খেমটা নেচে আড়নয়নে চায়,

ছি-ছি-লাজে প্রাণযায়—ওলো হন্থনিয়ে আয়

( গ্রন্থান )

( চিত্রসেন গন্ধর্বের, উদ্যানরক্ষক ও রক্ষয়িতীগণের প্রবেশ । )

১ম রক্ষয়িত্রী । হা ভাই ! সেই গান্টা গা'না ?

২য় রক্ষয়িত্রী । কোন্টা ?

রক্ষক । ঐ যে কাল্ গেয়েছিলি—“লালটুক টুক”—

### গীত ।

অমন লাল-টুক-টুক লাল-টুক-টুক মুখে আখির ঠার  
হে'নে কেন কে'ড়ে প্রাণ নিচ্ছ বঁধু আর ?

হে'লে ছ'লে, লহর তুলে, উজান চলে যাও,

অমন ক'রে কেন বঁধু অবলা মজাও,

প্রেমের পাকে, লুকিয়ে, থে'কে কত না কাঁদাও

(আবার) হেচ'কে টানে, টে'নে প্রাণে, হান ক্ষুরধার

রক্ষক । মে'রে ফেল প্রাণ ।

( গাইতে গাইতে অস্থান )

( হর্যোদন, হুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ প্রভৃতির প্রবেশ )

হর্যোদ । হের ভাই, হের হে মাতুল,

কত মুখে মাতি'আজ

ধিরাজিছে কৌরবনিকর

এ প্রভাসে ।

দেখিছে পাণ্ডবগণ ঐশ্বর্য্য মোদের ।

অহো ! সেই রাজসূর কথা

এখনও মনে আছে আগরক ।

আজি প্রতিশোধ ডার ।

( উদ্যানরক্ষকের পুনঃ প্রবেশ )

উঃ রক্ষক ।

মহারাজ,

বিরাজিছ তুমি যেই স্থানে

ল'য়ে কুরুদল,

বটে ইহা চিত্রসেনের উদ্যান ।

তব পার্শ্বচরগণ

করিতেছে ছিন্ন ভিন্ন সব ।

তৈঁই কহি ত্যজি' এইস্থান

যাও স্থানান্তরে !

তব মঙ্গলের তরে করি সাবধান ।

হুৰ্য্যো ।

ওরে ধুষ্ট !

কাহারে দেখাও ভয় ?

কা'র ভয়ে ত্যজিব উদ্যান ?

পালাও হুস্মুখ হেথা হ'তে,

ন'লে, পা'বে শাস্তি যথোচিত ।

( উদ্যানরক্ষকের প্রস্থান )

কর্ণ ।

মহারাজ !

আজি সার্থক জীবন !

উন্নত, দান্তিক

পাণ্ডুপুত্রগণ

আজি পাইয়াছে প্রতিশোধ !

শকুনি ।

এ জন্তেই হেথা আসা ;

শত্রু যদি নাহি দেখে আপন বিভব,

তবে সে বিভবে ধিক্ !

নারীর ঘোবনে কিবা ফল—

যদি নাহি দেখে পতি ?

হঃশা। শোন কোলাহল হ'তেছে বাহিরে,

উঠিছে বিষম রোল !

দেখ অগ্রসরি,

কি ঘটিল উদ্যান মাঝারে ।

( বিদূষকের প্রবেশ )

বিদূ। সর্কনাশ ! সর্কনাশ ! কেবল ধরছে আর বাঁধছে গো,

কেবল ধরছে আর বাঁধছে ! ওগো, কি হ'বে গো !

কোথার বা'ব গো ! ও ! ও !

হঃশ্যো। কি হ'য়েছে বল ত্বর করি' ?

বিদূ। ওগো ! সর্কনাশ গো ! সর্কনাশ ! কতকগুলি

গন্ধর্কসেনা এসে মেয়ে, বুড়, বালক সবাই কে

ধরছে আর বাঁধছে, ধরছে আর বাঁধছে ! ওগো !

কি হ'বে গো ! ওগো আমার গিন্নী কোথা গো !

সে সুখি নেই গো নেই !

হঃশ্যো। বুঝিলাম,

গন্ধর্কের বনে সৈন্তগণ করিল উৎপাত,

তাই তা'রা আসিতেছে

ল'তে প্রতিশোধ !

বীরগণ ! সাজহ সকলে

কর গন্ধর্কেরে দণ্ড সমুচিত ।

( চিত্রসেনের সৈন্তগণসহ প্রবেশ )

চিত্র। এই যে এই যে

দস্তিগণ রকেছে হেথায় ।

সৈন্তগণ,

বধ পাঁপাচার গণে ।

কর শাস্তি যথোচিত ।

( যুদ্ধ ও গন্ধর্ষ সেনাগণ কর্তৃক

কৌরবগণের বধন )

বিদু । ওরে বাবারে ! ও গিন্নি ! ওমা তুমি কোথায় রইলে গো !

ওগো আমারে বেঁধোনা গো বেঁধোনা ! আমি তোদের

যুড় বাবা ! হায় হায় ! কি হ'বে গো ! এইবার তো

মাত্র বধন ? এরপরই তো মস্তশূণ ! আঃ অত জোরে

কেন ? হাতে বড্ড লাগে যে ! কোধাকার ছোট লোক !

( সকলকে বাঁধিয়া গন্ধর্ষগণের গ্রহান )

( অপর দিক্ দিয়া মুষ্টিগির ভীম ও

অর্জুনের প্রবেশ )

যুধি । ভাই ভীম ! ভাই অর্জুন !

পড়িল বিষম কোপে

কৌরব সকল ।

ভুলে যাও শত্রুতাব এবে ।

বিপদে করহ সক্ষা কুরুভ্রাতৃগণে ।

অবিলম্বে যাও সবে

বিলম্বে এটিসে পরমান ।

( সকলের গ্রহান )

( বেগে চিত্রসেনের প্রবেশ )

চিত্র । উপযুক্ত শাস্তি এবে

দ্বি পাণিগণে ।

ঐশ্বর্য্যগরবে হইয়ে গর্বিত,  
দেবদ্বিজ সবে করে অবহেলা  
দস্তি হুর্ঘোধন ।

( ভীমার্জুনের প্রবেশ )

অর্জুন । হে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন,  
এবে শোন অহুরোধ পাণ্ডবের—  
ছে'ড়ে দাও কৌরবনিকরে  
কর ক্ষমা সব অপরাধ ।

চিত্র । কি আশ্চর্য্য !  
একি কথা কহ ধনঞ্জয় !  
মান অপমান—সব কিহে  
দিলে জলাঞ্জলি ?  
পাণ্ডবের চিরশত্রু কৌরবনিকর ;  
সে কৌরবতরে করিতেছ  
অহুরোধ মোরে ?  
ধিক্ হীনজন্ম মনুষ্যানিকরে !

অর্জুন । শোন চিত্রসেন,  
যদিও কৌরবগণ শত্রু পাণ্ডবের,  
তবু তা'রা রক্তমাংসে  
বাঁধা একত্রিত পাণ্ডবের সনে ।  
বিগদে আপন জনে করা পরিজ্ঞাপ—  
শাস্ত্রের বিধান !  
মধুপোকাগণ আপনা আপনি

করয়ে কলহ নিশি দিন,  
কিস্ত বহিঃশত্রু আক্রমণে  
সবাই একত্র হ'য়ে করে প্রাণপণ ।  
তেঁই মোরা আসিয়াছি  
রক্তিতে কৌরবে ।

চিত্র ।      ( স্বগতঃ ) অহো কি উন্নত হৃদয় !  
এজন্তই যুধিষ্ঠির “পুণ্যলোক” তবে ।  
( প্রকাশ্যে ) অপরাধী বলি'  
বাঁধিয়াছি কুরুদলে  
না করিয়া শাস্তির বিধান,  
না পারি ছাড়িতে কভু ।

ভীম ।      ভাগ নাই কিরে মনে ত্রাস ?  
এখনও বলি,  
যদি নিজ হিতআশা কর চিত্রসেন,  
ছে'ড়ে দাও কুরুগণে ।

চিত্র ।      অত ক্রভঙ্গি দেখাও কাহারে ভীম, ?  
ও ভয়ে না হ'বে ভীত চিত্রসেন ।  
যদি সাধ অঙ্গনিমিসয়ে  
কুণ্ঠিত তাহাতে নহি কভু !  
না ছাড়িব কুরুদলে !  
থাকিলে শক্তি, লহ,  
যুঝি মোর গনে !

ভীম ।      রে দস্তি ! রে বর্ষর !  
গর্জ তোর চূর্ণিব এবার,



হওরে প্রস্তুত ।

( যুদ্ধ ও সকলের প্রস্থান )

( একদিক দিয়া যুধিষ্ঠির ও অপর দিক্‌দিয়া ভীমার্জুন ও  
দ্রুপ্যোধন, শকুনি, বিদূষক ইত্যাদির প্রবেশ )

অর্জুন । দাদা,

আজ্ঞা তব করেছি পালন ।

যুক্ত এবে কুরুদল ।

যুধি । ( দ্রুপ্যোধনের প্রতি )

এস ভাই করি আলিঙ্গন ।

পাইলাম নবীন জীবন

হেরি তোমা মবে ।

বাও ভাই নিজস্থানে,

যাই মোরা এনে ।

( যুধিষ্ঠির ও ভীমার্জুনের প্রস্থান )

দ্রুপ্যোধন । অহো ! কি অপমান !

সহ নাহি হয় আর ।

বনবাসী হ'য়ে,

এখনও যেন মহাত্মা

কাটাইছে কাল ।

হিংসানল—হিংসানল

জ্বলিল হৃদয়ে দাউ দাউ ক'রে ।

শকুনি । বৎস, আর পরিতাপে কাজ নেই । গলায় কাঁটা

ফুটলে, বেড়ালেরও পার ধতে হয় । চল এখন, মামা বেঁচে

ধাক্কা এয় বিধান হ'বেই হ'বে । তবে দামে প'ড়ে যে

বরটা দিতে হ'ল এই বড় হুঃখ ।

( বিদুষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান । )

বিদু। মারো ধরো ভাঙ্গো মাথা, তবু না যা'বে বেড়ালের  
বড়াইর কথা ! মামাজি কুরুবংশটাকে চিতার ছাই না  
বানিয়ে আর ছাড়বেন না ! যম এত লোককে ধ'রে টানা-  
টানি করেন, কিন্তু শকুনি যেন তাঁর কাছেও মৌরসি পাট্টা  
নিরেছে ! মা জগদম্বা ! একবার কৃপা করগো—জোড়া  
মো'ষ দিয়ে পূজো দেবো ! বাবা, আরজন্মের কোন  
পুণ্যের জোর ছিল, আর মাগীরও কপাল ভাগ, তাই  
রক্ষেটা পেলেম । নচেৎ “তীর্থদর্শনং—কুললক্ষণং” ব্যাপার  
‘শ্লারোহণং’ ব্যাপারে পরিণত হতো ! না জানি কোন্  
গণ্ডমূৰ্খ ব্যবস্থা লিখেছেন “আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা  
তীর্থদর্শনং, নিষ্ঠাবৃতি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং”—নেহাত  
অর্কাচিনের কথা ! আরে আজকালের একুত কুলীনের  
লক্ষণ হলো “অলসতা পেটুকতা আইবুড়ো মেয়ে গৃহে  
রক্ষণং, বহুবিব্রে দস্তখতবিদ্যে শ্বশুরগৃহে ভিষ্ঠনং, পিতাপুত্র  
ভাররা—ভাই সখকের বন্ধনং, বেষ্টাবৃতি মদ্যপানং নবধা  
কুললক্ষণং । তা'যা'ক মামাজির এখনও কুলীনত্বের অনেক  
লক্ষণ ফলাতে বাকী আছে । তা'ফলাতে হয় ফলাও,  
আমি আর না । খুব তীর্থযাত্রা হ'ল, নাকট্টা আর কানটা  
নিরে যে ফিড়ে' যে'তে পারলুম ইহাই যথেষ্ট । আর মাগী  
—তীর্থের নামে লাফিয়ে উঠেছিল—বারণ করলুম তবু  
শোন্‌লেনা ; এবার বাড়ী গিয়ে শ্রাণীকে ঠেঙ্গাতে ঠেঙ্গাতে  
বাপুরে বাপ্পে আঁক ছাড়াব, তবে ছাড়বো !

( বিদুষকের প্রস্থান )

চতুর্থ গর্ভাক্ষ ।

( বিহ্বলের বাটী

কুন্তী ।

গীত ।

ওমা দুর্গে দুঃখহরা, বিপদহরা তারা,  
এই কি বিধান করলি মা ।

মায়ের কোল খানি, ক'রে গো মা খালি  
রত্নগুলি কই নিলি মা ।

কি দোষে দাসী, দোষী ও চরণে  
কেন বা বঞ্চিত করলি পুত্রধনে  
হইয়ে পাষাণী, পাষাণ-নন্দিনী  
এত দুঃখ দিলি মা ।

হৃদয়ের জ্বালা, বলিব কেমনে,  
কিছু কি গো ওমা পশেনা শ্রবণে  
ভেসে গেল ধরা নয়নের জলে,  
তোর্ প্রাণ কি মা গলেনাঃ—

বড় ব্যথা পে'য়ে ডাকি গো-মা তোরে  
বড় দুঃখ পে'য়ে কাঁদি গো কাতরে,  
মা হ'য়ে মায়েরে, কেমন করিয়ে  
চরণে ঠেলিলি মা ।

কুন্তী ।

ধোর অন্ধকার !

কিছু নাহি যায় দেখা !

হৃদয়ের অন্তঃস্থল হ'তে ফুটি' এ আঁধার,

ধেরিগরে চারিদিক্ !

আঁধার পরাগ, আঁধার ভুবন,

আঁধার হ'য়েছে দশ দিশি !

শূন্তে শূন্তে মিশি সে আঁধার

ছুটিছে অনন্তে !

কোথা বাই—কোথা বাই ?

অন্ত নাহি পাই—অন্ত নাহি পাই !

ওকি ? ওকি ?

অসংখ্য বিজলী ছটা একত্রিত হ'য়ে

ছাইল অন্ধর—বাঁধিল নয়ন ?

নিবিল দামিনী ছটা পুনঃ আচম্বিতে,

আঁধার—আঁধার পুনঃ,

কিছু নাহি যায় দেখা,

কিছু নাহি যায় দেখা !

( অন্তর্ভাবে )

ধর্মবীর যুধিষ্ঠির,

মহাবল বৃকোদর,

ভুবনবিজয়ি-ধনঞ্জয়—পুত্র মম !

সপত্নী-তনয় নকুল সদেব

বীর চূড়ামণি—ব'লি নিখ্যাত ধরায় ।

এ হেন পাঁচটি রতন

উজলিত মোর হৃদয় মন্দির,  
 হাসিত পরাণ, হাসিতরে মনঃ,  
 হাসিত সংসার - নাচিত স্বগত,  
 বিভাসিত ছিল সব ভা'দের আলোকে !  
 এগরবে গরবিনী কুন্তী নিশি দিন,  
 এ সুখে নাচিত নিত্য কুন্তীর হৃদয় !  
 কিন্তু কোন্ পাপে ? কোন্ পাপে ?  
 না আনি বিধাতা ভাসাইলা অভাগীয়ে  
 হুঃখের পাথারে !  
 পাষণ—পাষণ হৃদয় মোর,  
 তাই এখনও বহি দেহ ভার !  
 সুখশয্যা'পরে—সুখশয্যা হেরি  
 যাপিতেছি বিভাবরী আগি ;  
 আর বাছাগণ ?  
 অহো ! ফেটে যায় বুক !  
 ফেটে যায় প্রাণ !  
 আর জালা সহেনা পরাণে,  
 কাঁদিতে না পারি আর  
 রোধে কণ্ঠস্থল !  
 রাজভোগে যা'রা কাটাইত কাল,  
 ইন্দুরীসম হর্ষাতলে থাকি,  
 ভূতলের ইন্দুর লভিল বাহারা  
 তা'রা কিনা আজ—  
 ভয়াবহ কানন-কন্দরে,

ভৃগুশয্যাতে—থে'য়ে ফল মূল

কাটাইছে কাল !

নিতান্ত নারকী আমি

নিতান্ত পাপিনী আমি,

তাই মোর পাপে, এ দুর্গতি বাছাদের আজি ।

হায় ! হায় ! কোথা যাই

কোথা গিয়ে জীবন জুড়াই !

পথ নাই ! পথ নাই !

পু'ড়ে গেল পু'ড়ে গেল প্রাণ !

দগ্ধ হই বুঝি, দগ্ধ হই বুঝি !

লোকে পুত্র চায় কত আশা ক'রে

ইহলোকে—পরলোকে

স্বথ ভুজিবারে—

কিস্ত হায় !

পুত্র সঙ্গে পুত্রহীনা আমি,

হইলাম কাদালিনী ভবে !

কে বুঝিবে দুঃখ মোর ;—

এ দারুণ আলা

কোথা গিয়ে জুড়াইব হায় !

গীত ।

আগার এই প্রাণের ব্যথা

কে-রে বুঝিবে বল ।

তাপিত পরাণে মোর, কে তালিবে শান্তিজন

এ জীবনের সাধ ঘুচিল ঘুচিল মোর,  
জীবন মরণ মোর সকলই সমান,  
অনাধিনী ব'লে, কে লইবে তু'লে  
মুছাবে কে আঁখি-জল ।

ঘোর দাবানল জ্বলিল চৌদিকে,  
বাড়াইছে দীপ্তশিখা—লক্ লক্ লক্ !  
জলিতেছে দাউ দাউ—ধক্ ধক্ ধক্ !  
ভস্মীভূত হইলাম বুঝি !  
বাপ্গণ—কোথা তোরা এবে ?  
মরিল হুঃখিনী জননী আজ  
ঘোর দাবানলে !  
এস বাপ্গণ—এস হুঃখিনীর প্রাণ  
একবার বক্ষে করি' জুড়াই জীবন ।  
কই ? কেহ নাহি হইল সদয়,  
গলিলনা কাহারো হৃদয়,  
পুল্লহারি জননীর নয়নের নীরে !  
কাঁদিলনা কারো প্রাণ হুঃখিনীর হৃথে !  
বাই—বাই !  
আর, এ পরাগে কিবা কাজ ?  
নিবাই অনলরাশি  
আহুবীর নীরে—

( গমনোদ্যত )

## দৈববাণী ।

কোথা যাও উন্মাদিনি, শাস্ত কর মন !  
 আত্মহত্যা মহাপাপ জান না কি সতি !  
 কণজন্মা পুঞ্জগণ তব—ধরার মঙ্গল,  
 বাঁধা বাহাদেব পাশে ভকতির ডোরে  
 আপনি শ্রীহরি !  
 কেন তাহাদের অমঙ্গল চিন্ত অকারণ ?  
 তেঁই কহি ধনি, সাধিও না তাহাদের  
 অমঙ্গল কভু ।  
 বাও ঘরে হুঃখরাশি হইবেক দূর,  
 ধন্য হ'বে এ ভারত পুঞ্জধনে তব ।

কুন্তী ।

অহো ! সম্মুখে জীবন্ত বাধা  
 দহিতে আবার !

( বেগে প্রস্থান )

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

( কাম্য বন )

শ্রীকৃষ্ণ ।

শ্রীকৃষ্ণ ।

এত দিনে পূর্ণবল পাণ্ডবেরা ।  
 ইচ্ছা মম হইবে পূরণ স্বরা ।  
 সফলকাম হইয়াছে ধনজয়,  
 লভিয়াছে দিব্য অস্ত্ররাশি,



এতদিনে ঘুটিবে ধরার ভার,  
 ধ্বংস হ'বে কুরুকুল ;  
 বাজিবে ধর্মের ডকা—  
 লীলার মাহাত্ম্য মোর হইবে অচার ।  
 বাই এবে,  
 দেখা দিবে পাণ্ডবনিকরে  
 করি গিয়ে শান্তি দান ।  
 আহা ! পাণ্ডবের সহবাস  
 বড়ই মধুর মোর,  
 গোলোকেও এত মধু নাই ।  
 ঐ ঐ বুঝি আসে  
 গাণ্ডপুত্রগণ ।

( যুধিষ্ঠির ও ভীমার্জুনের প্রবেশ )

যুধি ।

হে মুরারে,  
 এত দিনে দাসগণে পড়িল কি মনে ?  
 ভুলিয়ে কি ছিলে নাথ দুর্ভাগ্য পাণ্ডবে ?  
 হে মাধব, জগতের সব কষ্ট  
 পারি সহিবারে অবহেলে,  
 কিন্তু তব বিরহের জ্বালা  
 নাহি সহ্যে আনে ।

কৃষ্ণ ।

এ কি কথা কহ ধর্মরাজ ?  
 কৃষ্ণ কি পাণ্ডব ছাড়া পারে রহিবারে ?  
 কি এক মোহন বাঁধে বেঁধেছ তোমরা,  
 তাই পাড়রাছি বাঁধা,

ধরিয়েছি নাম পাণ্ডবের সখা ।

অৰ্জুন ।

সখা হে,

পাণ্ডবের সখা ব'লে কিহে

হ'রেছিলে তব ভেজঃ আগা হ'তে

কিরাত-সমরে ?

কৃষ্ণ ।

তুঁই তুমি পূর্ণকাম আজি ।

চিরস্থায়ী কীর্তিস্তম্ভ

স্থাপিলে মহাতে ।

না হরিলে বিকৃত ভেজঃ

সৃষ্টিধানি বে'ত রসতল ।

বুধি ।

পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ তুমি,

অনন্ত মহিমা তব,

রহস্ত তোমার বোঝে সাধ্য কা'র ?

হে মঙ্গলময়,

সৰ্ব্বেকার্য্য তব মঙ্গলনিদান

ধরাতলে ।

এবে দীননাথ,

বাহ্মা গম এক লাগিছে হৃদয়ে—

পুরানে কি দরা ক'রে দেব ?

কৃষ্ণ

কহ ধর্ম্মরাজ,

কি বাহ্মা তোমার ।

মনোরথ তব করিব পূরণ ।

বুধি ।

বাহ্মাকরতর সম্মুখে বীহার,

তা'র কি আর অস্ত বাহ্মা

ধাকরে হৃদয়ে ?

এবে এই মাত্র বাঞ্ছা মনে—

যাঁহাদের কৃপা বলে

অর্জুন আমার লভিল অক্ষয় কীর্তি—

যাঁদের করুণা বলে হ'রে বলীমান্

ভাই মোর উত্তরিল বিপদ-পাথার,

তাঁদের মোহন মূর্তি দেখিবারে মাধ

হৃদয়ে আমার ।

করুণা নিদান, দেখাও করুণা ক'রে

এক স্থানে—একাধারে

লক্ষ্মীনারায়ণ আর হরপার্বতীয়ে,

হেরিয়া ঘুচাই সব ভবের জঞ্জাল ।

কৃষ্ণ ।

ধর্মবীর,

তববাঞ্ছা পূরা'ব এবার

জপ ইষ্টদেবে হৃদয় মন্দিরে,

হের ওই—

( কৃষ্ণের প্রস্থান )

পট পরিবর্তন ।

( উজ্জ্বল দৃশ্য )

লক্ষ্মীনারায়ণ ও হর পার্বতী ।

দেবদেবীগণ ।

গীত ।

দেবগণ । নমো দ্বায়োদয় নমো পীতাম্বর  
স্বয়ীকেশ জনাদিন ।

দেবীগণ । নমো নারায়ণি পতিত পাবনি

কেশব হৃদিরঞ্জন

দেবগণ । নমো ব্যোমকেশ মৃড় কীৰ্ত্তিবাগ

বিরূপাক্ষ ত্রিলোচন ।

দেবীগণ । নমো হৈমবতি অপূর্ণা পার্বতি

দেহি গো অভয় চরণ ।

দেবগণ । বাসুদেব গোবিন্দ ধরাভার হারী

দেবীগণ । ( রমা ) শ্রীহরিপ্রিয়ে পদ্যুলায়ে

নমো নমো ক্ষেমকরি ।

দেবগণ । গঙ্গাধর ভূতেশ উমেশ ধূৰ্জ্জটি

দেবীগণ ( গৌরি ) শিবানি উমে হররমে ।

নমো নমো ভগবতি ।

দেবগণ । নমো নারায়ণ বন্ বন্ হর

বলরে ভরিয়ে বদন ।

দেবীগণ । কেশব মোহিনী বল কাত্যায়নী

পলাইবে দূরে শমন ।

যবনিকা পতন ।



## কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক ।

### [ কাব্য ]

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত ।

উড়িষ্যা বিভাগের ছুতপূর্ব্ব কমিশনার, বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই মহাশয় বলেন—

“আপনার” কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক” কাব্যখানি স্তন্দর হইয়াছে । চিরস্মরণীয় মধুসূদনের অনুকরণ বড় সহজ নহে, তথাপি আপনি সে ছন্দ রচনায় বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন । বিশেষতঃ আপনার ছন্দ অতি সরল ও সহজ, পড়িয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি ।”

কলিকাতার সাহিত্য সভার সেক্রেটারী, টাকীর বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, বলেন :—

“আমি পুস্তকখানি বহু দূর পড়িয়াছি তাহাতেই উহার ভাষা এবং রচনা নৈপুণ্য দেখিয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিয়াছি । গ্রন্থের বিষয়টি মহাভারতমূলক স্ততরাং সুপরিচিত হইলেও আপনার লিখন কৌশলে “কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক” নূতন আকার ধারণ করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষক হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি ।”

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুতপূর্ব্ব ডাইন্স চেন্সেলার মাননীয় ভাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, বলেন :—“কাব্যখানি স্তন্দর হইয়াছে” ।

কলিকাতা হাই কোর্টের জজ মাননীয় বাবু চন্দ্রমোহন ঘোষ,

বলেন :— “আপনার “কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক” কাব্য পাঠে বিশেষ জীতিলাভ করিয়াছি। উক্ত পুস্তকে আপনার কবিতা রচনা শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় হয়।”

কলিকাতার ছোট আদালতের জজ শ্রীযুক্ত লাল গোপাল সেন বলেন :— “আমি ইহা ( কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক ) পাঠ করিয়া পরম জীতি লাভ করিলাম। ইহার রচনা ও বিষয় অতি সুন্দর হইয়াছে  
( ইংরেজীর অনুবাদ )

কলিকাতা রামবাগানের দত্তবংশীয় বিখ্যাত মুন্সেফ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কৃষ্ণ দত্ত বলেন :—

“তুমি যে এত সুন্দর লিখিত পার তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এমন কি একুপ রচনার একজন শ্রেষ্ঠ কবিও বশব্দী হইতেন। তোমার এই প্রথম উদ্যম নিশ্চয়ই তোমাকে বর্তমান নজীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে আসন দান করিবে।” ( ইংরেজীর অনুবাদ )।

স্কুলের ডেঃ ইনসপেক্টার, “জীবন” ও “জলাঞ্জলি” প্রভৃতি বহুগ্রন্থ রচয়িতা শ্রীযুক্ত অকুর চন্দ্র সেন বলে :— “পুস্তক থানা সুন্দর হইয়াছে। লেখা সরল, স্থানে স্থানে কবিকল্পনার মাধুর্য আছে। বিভিন্ন সর্গে চিত্র দর্শনের অবতারণা অভিনব। উহাতে পুস্তকের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। অভিনবায় যুদ্ধযাত্রা ও বাহ- মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ, আপনি সুন্দর রূপেই বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুস্তকখানি পড়িয়া প্রীত হইলাম।”

ডেঃ মাজিস্ট্রেট ও ডেঃ কালেক্টার বাবু দক্ষিণা রঞ্জন ঘোষ বলেন :— “আপনার “কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক” খানি উপদেশ সামগ্রী হইয়াছে। যেমন রচনা মাধুর্য, তেমন চরিত্র বিস্তার, বৈদিক

দিয়াই ধরাযার, সাহিত্যক্ষেত্রে লক্ষপ্রতিষ্ঠ কাব্য শ্রেণীতে ইহা বিশেষ স্থান পাইবার অধিকারী” ।

হিতবাদী ( ১৩০৮ । ৫ ই পৌষ ) বলেন :—

“লেখক নবীন, তিনি কবিতার চর্চা করিলে প্রবীণ কালে যশস্বী হইতে পারিবেন।”

অনুসন্ধান ( ১৩০৯ । ২২ শে অগ্রহায়ণ ) বলেন :—

“যে পুস্তকদ্বারা সমাজের কোন না কোন শ্রেণীর বিন্দু পরিমাণও উপকার দর্শিতে পারে বিবেচনা করি, তাহারই আমরা স্তুতিয়াতি করিয়া থাকি । এ বিষয়টি কাব্যোচিত, তদ্বিবরে সন্দেহ নাই । লেখকের দৃষ্ট বর্ণনার শক্তি আছে, স্থানে স্থানে পড়িতে ভাল লাগে । আমরা এই নবীন কবির প্রাশংসাই করিলাম, শুদ্ধ মৎসাহিত্যের সেবার তিনি যশস্বী হউন ।”

ঢাকা গেজেট ( ১৩০৮ । ২৮ শে মাঘ ) বলেন :—

“ইহা একখানি বীরকল্পরসায়ক কাব্যগ্রন্থ । সপ্তরথী মিলিয়া কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে একটি বীরশিশুকে অস্ত্রারূপে নিহত করা হইয়াছিল, তাহারই পুণ্যকাহিনী মনোহর আনিজাকর ছন্দে এ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে । বীর শিশুকে গর্হিতরূপে বিনিহত হইতে দেখিয়া গ্রন্থকার মর্মে মর্মে মরিয়া গিয়াছেন, এ গ্রন্থখানি সেই মর্ম্মযাজনারই কণি অতিক্রান্তি । গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভাষার কালিত্য ও মনোহর ভাবোচ্ছাস দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি ।”

সারস্বত পত্র ( ১৩০৮ । ১০ ই বৈশাখ ) বলেন :—

“বইখানি সুন্দরবোধান এবং ভাল অক্ষরে ভাল কাগজে পরিপাটীরূপে মুদ্রিত হইয়াছে । কাব্যের বিষয়, অভিমত্য়বধ । ঘোড়শ বর্ষীয় বালক অভিমত্য়কে সপ্তমহারথীর একযোগে



অক্রমণ এবং নিরস্ত্র অবস্থার তাহার শ্রাণ সংহার, বীরনাগের কলঙ্ক নয় ত কি? এই হেতুই কবি, অভিমতাবধকে বীরক্ষেত্রের কলঙ্করূপে নির্দেশ করিয়া কান্যের নাম “কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক” রাখিয়াছেন। নামটি ঠিক হইয়াছে। এই কাব্যের প্রায় সমস্তই অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত, মাঝে ছুট্‌চারিটি ক্ষুদ্র কবিতা মিত্রাক্ষরেও লিখিত হইয়াছে। এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার মধুসূদনের সমকক্ষ কেহ এখনও হইতে পারেন নাই, কালীভূষণও সেইরূপ। কিন্তু পদবিন্যাসের মাদুরী ও প্রাজ্ঞতার মধুসূদনের অমুকারী অমিত্রাক্ষর লোকদিগের মধ্যে কালীভূষণও প্রথম শ্রেণীতে আসন পাইবার যোগ্য। মাঝে মাঝে ছই-একটি ব্যাকরণগতভুল ও মুদ্রাক্ষর প্রমাদ রহিয়াছে। ইহা না থাকিলে কালীভূষণের এই ছন্দোবদ্ধ ভাবকে জৈদৃশ পদ্য রচনার মাই-কলের পরে ভাবা বিষয়ে বিশুদ্ধ আদর্শরূপে নির্দেশ করিতে পারিতাম। কুরুক্ষেত্র-কলঙ্কের স্থানে স্থানে কবিত্ব পরিষ্কৃত দেখিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি।

আমরা দেখিয়া একান্ত স্মৃখী হইরাছি যে কালীভূষণের কুরুক্ষেত্র কলঙ্কের কোন চমিত্রে কোন দিক্ দিয়া কলঙ্কস্পর্শ ঘটে নাই। যেটা যেমন হওয়া উচিত প্রায় ঠিক তেমনই হইয়াছে। প্রথম চেষ্টায় ইহাই যথেষ্ট। আমরাদিগের বিশ্বাস যত করিলে কালে কালীভূষণ, কনিভূষণ হইয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন”।

## বঙ্গের কলঙ্ক ।

( কাব্য )

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত । বঙ্গের বর্তমান সুপ্রসিদ্ধ “কবি ঔপন্যাসিক” শ্রীযুক্ত রায়সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত বলেন:—“যে বিষয় অবলম্বন করিয়া আপনি আপনার কাব্য কোশল দেখাইয়াছেন, উহা অতি মনোহর ও প্রকৃত স্বদেশানুরাগের পরিচায়ক । ‘বঙ্গের কলঙ্ক’ বিমোচন করিতে করিতে ক্রমে আপনারা ‘ভারতের কলঙ্কও’ অপনোদন করিতে পারিবেন ইহা আমি আশা করি । বহুসম্ভাব্য অনেকাংশে এই পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন, এখন আপনাদের জ্ঞান সাহিত্যসেনী শ্রুতবির সেই পথে বিচরণ করা প্রার্থনীয় । আপনার সে শক্তি ও সৌভাগ্য আছে, গ্রন্থের কিয়দংশ পাঠ করিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছি ।”

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ, মাননীয় বাবু সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি এল মহোদয় বলেন :— মহাশয়ের “বঙ্গের কলঙ্ক” স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া দেখিলাম । বাহা পড়িলাম তাহাতে কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম ।”

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু দক্ষিণা রঞ্জন ঘোষ মহাশয় বলেন :—

“বঙ্গের কলঙ্ক” কাব্য খানি বেশ সুন্দর হইয়াছে । ভাষা এমন প্রাজ্ঞ ও মধুর যে পড়িতে আরম্ভ করিলে একটানা শেষ না করিয়া ছাড়িতে ইচ্ছা করেনা ।”







